"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের

বাজেট

আমরাই গড়বো
আগামীর বরিশাল

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
BARISHAL CITY CORPORATION

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত ও ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত নগরবাসী, সহকর্মী কাউন্সিলরবৃন্দ, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ- "আসসালামু আলাইকুম"।

শুরুতেই মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে শুকরিয়া আদায় করছি, তিনি আমাকে পঞ্চম বারের মত বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বাজেট উপস্থাপনের সুযোগ দিয়েছেন। একই সাথে বরিশাল নগরবাসীর সেবক হিসেবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিগত প্রায় পাঁচটি বছর নিয়োজিত থাকতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, বাঙ্গালী জাতির মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি স্বশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনকে। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের যাদের রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলছি। স্মরণ করছি ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী শত সহস্র শহীদদের। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধু কন্যা, গণতন্ত্রের মানসকন্যা, মানবতার মা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে, যার সর্বাত্মক সহযোগিতা, দিক নির্দেশনা ও পরামর্শে আমাদের সকলের পথ চলা। আজও শিহরিত হয়ে উঠি ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্টের সেই ভয়াল রাতের কথা ভেবে, যে রাতে বাঙ্গালী জাতির সপ্নদ্রষ্টাকে স্ব-পরিবারে হত্যা করা হয়েছে। হত্যা করা হয়েছিল আমার দাদা কৃষকদের অধিকার আদায়ের নেতা শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাতকে। আমি হারিয়েছি আমার বড় ভাই শহীদ সুকান্ত বাবু আবদুল্লাহ্ সহ আমার পরিবারের আরো অনেক আপন জনকে। মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে বেঁচে যান আমার বাবা দক্ষিণাঞ্চলের রাজনৈতিক অভিভাবক সাবেক চীপ হুইপ, পার্বত্য শান্তি চুক্তির রূপকার, পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির মাননীয় আহবায়ক (মন্ত্রী) জননেতা আলহাজ্ব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ এম.পি এবং আমার জীবন রক্ষার্থে গুলিবিদ্ধ হন আমার মা। আপনারা জানেন গত ৭ জুন ছিল বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টামন্ডলীর অন্যতম সদস্য, বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের শহীদ জননী মরহুমা সাহান আরা বেগম, আমার গর্ভধারিনী মা এর ৩য় মৃত্যুবার্ষিকী। সকলে আমার বাবা ও মায়ের জন্য দোয়া করবেন এবং আমার বাবা মায়ের আদর্শ ও প্রদর্শিত পথ অনুযায়ী সামনে এগিয়ে যেতে পারি সেই দোয়া করবেন। আমি আমার দাদা ও বাবার স্বপ্নকে লালন করার মাধ্যমে আমার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করি এবং একই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নকে ধারন করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানের প্রধান কারিগর, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের মাধ্যমে বরিশাল কে বাংলাদেশের তথা বিশ্বের বুকে মডেল নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে আপনারা আমার পাশে ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন।

ডেল্টা প্লান, রূপকল্প-২০৪১ ও এস.ডি.জি এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। পদ্মা বহুমূখী সেতু, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্প, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, কর্নফুলী টানেল, বঙ্গবন্ধু রেলব্রীজ প্রকল্প, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৃতীয় টার্মিনাল প্রকল্পসমূহ তার উজ্জ্বল উদাহরণ। আপনারা জানেন বিগত ২৫শে জুন-২০২৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের পদ্মা সেতুর এক বছর পূর্ণ হয়েছে। এই পদ্মা সেতু বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছে। বিগত একটি বছরেই স্বপ্নের পদ্মা সেতুর কল্যানে দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের ২১ টি জেলার যোগাযোগ, বানিজ্যিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় সূচিত হয়েছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। পদ্মা সেতু প্রাচ্যের ভেনিস খ্যাত বরিশালের আর্থ-সামাজিক সম্ভাবনার দারকে উন্মোচিত করেছে। একটি অপশক্তি সব সময় পদ্মা সেতুর বিরোধিতা করলেও বঙ্গবন্ধুর কন্যা, মানবতার মা, মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তার দূরদর্শী ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের মাধ্যমে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে এই সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশ এখন আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয় বরং এদেশ এখন পৃথিবীর বুকে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে তৈরি এই সেতুর মাধ্যমে আমাদের জননেত্রী বিশ্বমঞ্চে আমাদের দেশের জনগনের মর্যাদা ও ভাবমূর্তীকে উচু করেছেন। এই পদ্মা সেতুর সবচেয়ে সুবিধাভোগী হয়েছে বরিশালের জনগন, যেখানে বরিশাল হবে দক্ষিণাঞ্চলের বাণিজ্যিক হাব। মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহনের পর আমি এই সিটি কর্পোরেশনকে যে আধুনিক মহানগরী করার প্রচেষ্টায় ছিলাম, পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন তা বহুগুনে সহজ করে দিয়েছে। আমরা বরিশালবাসী তথা দক্ষিণের জনগন জননেত্রীর প্রতি এ জন্য আরো একবার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রিয় নগরবাসী ও উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দ,

আজ ঘোষিত বাজেটটি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ২১ তম বাজেট হলেও মেয়র হিসেবে এটি আমার পঞ্চম বাজেট। আজকের বাজেটটি আমার তথা আমার পরিষদের জন্য একটি বিশেষ বাজেট। কেননা এটি বর্তমান পরিষদের সর্বশেষ বাজেট। আপনারা অবগত আছেন ২০১৮ সালের ২৩ অক্টোবর প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা ঋণের বোঝা নিয়ে আমি দায়িত্ব গ্রহন করে ১৪ই নভেম্বর আমার পরিষদের প্রথম সভা করি। নগরীর প্রতিটি কাজকেই চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়ে আমি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, মশক বিস্তার রোধ, রাস্তা ঘাটের আধুনিকায়ণ, রোগ নিয়ন্ত্রন, নগরী আলোকায়ন সহ জনগনের দূর্ভোগ লাঘবে নিরলশভাবে প্রতিনিয়ত কাজ করে গেছি। সেক্ষেত্রে সফলতা বা বিফলতার হিসেব নিকেশের দায়িত্ব আমি আপনাদের উপরেই অর্পণ করে দিলাম। আমি শুধুমাত্র আমার পরিষদের দায়িত্ব গ্রহনের সময়ে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনকে কি অবস্থায় পেয়েছি এবং সেই অবস্থা থেকে কতটুকু উত্তরণ করেছি তার একটি তুলনামূলক চিত্র আপনাদের সামনে তুরে ধরার চেষ্টা করছি:

আমি যে অবস্থায় বি.সি.সি'র দায়িত্ব গ্রহণ করি-

- রাজস্ব খাত থেকে বেতন না দিয়ে আর্থিক সুবিধা পেতে ঠিকাদারদের বিল দেয়া হত ফলে স্থায়ী কর্মকর্তা কর্মচারীদের ৪ মাসের এবং অস্থায়ী কর্মকর্তা কর্মচারীদের ৫ মাসের অধিক বেতন বকেয়া ছিল। মাসের পর মাস বেতন বকেয়া থাকাটা ছিল বিসিসির নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।
- অবসর গ্রহনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসরকালীন লাম্পগ্রান্ট, গ্র্যাচুইটি সমূহ প্রাপ্তি ছিল একটি দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ও কষ্টকর সোনার হরিণ। ফলে অর্থাভাবে তাদের জীবনযাপন হয়ে উঠত করুন ও মানবেতর ।
- আর্থিক অনিয়মের কারনে বড় অবকাঠামো বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু অডিটরিয়াম, সেবক কলোনি, সিটি গেটসহ বেশকিছু কাজ অসমাপ্ত ছিল।
- বিসিসির নিজস্ব ও আউট সোর্সিং জনবল সম্পর্কিত বিস্তারিত ও সন্নিবেশিত কোন ডাটাবেইজ ছিল না।
- অবকাঠামো (রাস্তা, ড্রেন, ব্রিজ, কালভার্ট) সম্পর্কিত কোনরুপ দ্রব্যাদির তালিকা (ইনভেন্টরি), বিদ্যুৎ শাখা (স্ট্রিট লাইট, লাইট পোস্ট) সম্পর্কিত কোনরূপ কোন তালিকা (ইনভেন্টরি) ছিল না ।
- আউট সোর্সিং জনবলের বিল প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ স্বচ্ছতা ছিল না এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পন্ন হত না।
- অযোগ্য লোকদের বিসিসির গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে জনগণের অর্থকে জনগণের কল্যাণে ব্যয় না করে স্বার্থসিদ্ধি করার কাজে ব্যবহার করতঃ বিসিসিকে একটি দূর্বল ও ঘুনেধরা অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতে রুপান্তর করা হয়েছিল।
- স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দাপ্তরিক শৃঙ্খলার কোন অস্তিত্বই ছিলনা ।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ছিলনা কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা।
- হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের (এ্যাসেসমেন্ট) ক্ষেত্রে বাস্তবতার সাথে চরম অসঙ্গতি ছিল এবং আদায়ের ক্ষেত্রেও ছিল

স্বচ্ছতার অভাব যা বিসিসির রাজস্বকে সংকুচিত করত।

- বিসিসির নিজস্ব যানবাহনের জ্বালানীর বরাদ্দ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছিল চরম অরাজকতা ও অস্বচ্ছতা।
- পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে গ্রাহক সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য উপাত্ত ছিল না এবং অনেক অবৈধ সংযোগ থাকায় সরবরাহ অনুপাতে বিসিসির রাজস্ব আয় কম হত।
- ট্রেড লাইসেন্স ফি নির্ধারণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে বাস্তবতার সাথে ছিল চরম অসঙ্গতি।
- হাটবাজার শাখা কর্তৃক স্টল বরাদ্দ ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ছিল অব্যবস্থাপনা ও অস্বচ্ছতা।
- বিসিসির প্লান শাখার অব্যবস্থাপনা, সক্ষমতা ও দক্ষতার অভাবের কারণে নগরবাসীদের প্লান অনুমোদনে ছিল চরম ভোগান্তি ও দালাল নির্ভরতা।
- অফিসে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতি ও প্রস্থানের ক্ষেত্রে মানা হত না কোন চাকুরীর বিধিমালা।
- বিসিসির রাজস্ব আয়-ব্যয়ের হিসাবের ক্ষেত্রে ছিল চরম অসঙ্গতি।
- বিসিসিতে কোন মেডিকেল অফিসার, হেলথ অফিসার না থাকার ফলে জনস্বাস্থ্য বিভাগের সকল সেবা থেকে নগরবাসী বঞ্চিত ছিল।
- জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রমে সেবাপ্রার্থীর কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হতো।
- ই.পি.আই কার্যক্রমে ছিল অব্যবস্থাপনা, ক্লিনিক ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার ছিল নিবন্ধন বিহীন।
- মশক নিধনকার্যক্রমে ছিল শিথিলতা।
- বিসিসির নিজস্ব সম্পদের ছিল না কোন হিসাব নিকাশ।

আমার অর্জন

- আমি দায়িত্বগ্রহণকালীন সময় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) তে বিসিসির অর্জিত নম্বর ছিল মাত্র ২৯ এ প্রেক্ষিতে বিসিসির সকল দপ্তরে ধারাবাহিকভাবে দূর্নীতি দমন, অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বচ্ছতা আনয়ন, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সর্বশেষ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৯০.০৬ নম্বর পেয়ে সম্মানজনক অবস্থান লাভ করে।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলা আনায়ন করা হয়েছে এবং রাতেই নগরীর সকল বর্জ্য / ময়লা অপসারন করা হচ্ছে। ফলে দিনের বেলা নগরবাসীকে দূর্ভোগ পোহাতে হয় না। একই সাথে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি এড়াতে ইউনিফর্ম প্রদান ও বেতন বৃদ্ধিসহ তা যথাসময়ে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই সাথে তাদের উন্নতমানের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে ৬ তলা বিশিষ্ট ৩ টি সেবক কলোনী নির্মাণ ও হস্তান্তর করা হয়েছে।
- প্রকৌশল (সিভিল) শাখার কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করনসহ মাস্টার প্লান অনুযায়ী পরিকল্পনা মাফিক অবকাঠামো (রাস্তা, ড্রেন, ব্রিজ, কালভার্ট) নির্মাণ সহায়ক দ্রব্যাদির তালিকা (ইনভেন্টরি) ও বিদ্যুৎ শাখা কর্তৃক (স্ট্রিট লাইট, লাইট পোস্ট) তালিকা (ইনভেন্টরি) প্রস্তুত করা হয়েছে। একই সাথে বিসিসির সকল রাস্তা, ড্রেন, ব্রিজ, কালভার্ট ও অন্যান্য স্থাপনার আইডি নম্বর প্রদান করা হয়েছে। আমরা শোকেজিং এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রথমবারের মত ইনভেন্টরি এবং রোড আইডি প্রদানের বিষয়টি উপস্থাপন করি। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আমলে নিয়ে তার অধিনস্ত সকল দপ্তর ও সংস্থায় বিষয়টি অনুসরণ করার জন্য জোরারোপ করে।
- আমিই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের স্বনামধন্য অডিট ফার্ম হুদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট হতে অডিটর নিয়োগ করি যা মন্ত্রণালয় তার অধিনস্থ বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থায় অর্ন্তভূক্তির বিষয়ে জোরারোপ করে।

উক্ত অডিটরের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন নীতিমালা, প্রতিমাসের বেতন ভাতা নিরীক্ষাকরণ, প্রাক্কলনসহ ঠিকাদারী কাজ নিরীক্ষণ, কাজের পরিমাপ বই যাচাইকরণ ও দৈনন্দিন মজুদ মালামাল পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি শাখার মনিটরিং ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

- পূর্বে বিসিসির একাউন্ট ছিল ১১০টি, আমি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে রাজস্ব (হোল্ডিং ট্যাক্স, পানির বিল, ট্রেড লাইসেন্স ফি সহ অন্যান্য) আদায়ের জন্য শুধুমাত্র ৩০টি এ্যাকাউন্ট, ব্যয়ের জন্য ২টি মূল এ্যাকাউন্ট এবং উন্নয়ন ও বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ১৩টি এ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন ও মজুরি স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে ।
- নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে ড্রেনের স্লাজ অপসারন করা হয়েছে, ফলে অতিরিক্ত ব্যয় না করেই জলাবদ্ধতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।
- আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে কার্পেটিং দ্বারা ওভার লে করে পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদী টেকসই রাস্তা নিমার্ণ করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্থ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সমূহ মেরামত করা হয়েছে।
- দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ হয়েছে, ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তুলনামূলকভাবে বিদ্যুৎ, জ্বালানী মেইনটেনেন্সসহ অন্যান্য পরিচালন ব্যয় কমেছে।
- ২০০৫ সাল থেকে অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গ্রাচুইটি ও লাম্পগ্রান্ট এককালীন ৪ কোটির অধিক টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- বিসিসির অন্তভূক্ত ৫১৪ টি মসজিদের ৯৭৪ জন ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে, ৬২ টি মন্দিরের পুরোহিত, ১২ টি গির্জার ধর্মযাযকদের মাসিক সম্মানী, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আর্থিক অনুদান এবং প্রতি মাসে প্রতিবন্ধি, অস্বচ্ছল ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান প্রদান চলমান রয়েছে। এছাড়া নগরির বান্দ রোডে ইমামদের জন্য ইমাম ভবন নির্মাণ চলমান রয়েছে।
- এছাড়াও নগরীর ৩০ টি ওয়ার্ডে বসবাসকারী নিম্ন ও মধ্য আয়ের জনগণের মাঝে স্বল্পমূল্য ভোগ্যপণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে প্রায় ৯০ হাজার টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।
- হোল্ডিং ট্যাক্স কমিয়ে সহনীয় পর্যায়ে নির্ধারণ করা হয়। ফলে হোল্ডিং ট্যাক্স নিয়ে নগরবাসীর মধ্যে দীর্ঘদিনের ভোগান্তি দূর হয়েছে এবং তারা এ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছে। হোল্ডিং ট্যাক্সের ধার্য আদায় ও পরিমাপের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দূর্নীতি রোধ করার ফলে রাজস্ব আয় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতঃ অবৈধ সংযোগ চিহ্নিতকরে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার ফলে নাগরিক সেবা ও রাজস্ব আয় বেড়েছে।
- ট্রেড লাইসেন্স ফি নির্ধারণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি আনায়ন করা হয়েছে। পূর্বে ৯,৮৭১ টি ট্রেড লাইসেন্স থাকলেও বর্তমানে ১৭,৬৭৫ টি ট্রেড লাইসেন্স রয়েছে।
- দোকান বরাদ্দে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা সমূহ চিহ্নিত করনসহ বকেয়া রাজস্ব সমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- বিসিসির প্লান শাখা কর্তৃক প্লান অনুমোদনের ক্ষেত্রে নগরবাসীদের দূর্ভোগ লাগবে ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে প্লান অনুমোদন কমিটি গঠনের মাধ্যমে যথাযথ কাগজপত্র দাখিল সাপেক্ষে ১৫ দিনের ভিতর স্বল্প সময়ে ও সঠিক নিয়মে প্লান অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- জনস্বার্থে নলকূপ স্থাপন ফি পূর্বের থেকে অর্ধেকে নিয়ে আসা হয়েছে।

- প্রাকৃতিক দূর্যোগ ফনী, আইলা, সিত্রাং মোকাবেলায় যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করাসহ দূর্যোগ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বর্তমান পরিষদের শুরু থেকেই ব্যাপকভাবে মশক নিধনের কার্যক্রম চলছে। মশক নিধনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ঔষধ আনা হয়েছে। ৩০ টি ওয়ার্ডে মশার ঔষধ স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে এবং এ কাজঅব্যাহত থাকবে।
- নগরবাসীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে বিশেষ করে নগরীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবার জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে "আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প- ২য় পর্যায়" এর কাজ শুরু হয়েছে। ইহা ছাড়া সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় ৮৯ টি অস্থায়ী ও ১৩ টি স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র পরিচালনা করছে ।
- কোভিড - ১৯ ভ্যাক্সিন কার্যক্রমে ৩০ টি ওয়ার্ডে আলাদা আলাদা বুথের মাধ্যমে করোনা টিকা প্রদান করা হয়। টিকাদানে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বিশ্বে ৮ম এবং বাংলাদেশে ১ম স্থানের গৌরব অর্জন করেছে। এছাড়া ৫ টি অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা বিনামূল্যে মুমূর্ষ রোগীদের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
- পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় ঘরমুখো লঞ্চযাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে লঞ্চঘাট হতে রূপাতলী ও নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল পর্যন্ত ফ্রি বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
- দীর্ঘদিনের অব্যবহৃত এসফল্ট মিক্সিং প্লান্টটি সচল করে কার্পেটিং এর গুনগত মান নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপস্থিত সুধীজনঃ

আমি দায়িত্ব গ্রহণের পরে জার্মান সরকারের অর্থায়নে "বরিশাল শহরের জলবায়ু অভিযোজিত নগর উন্নয়ন প্রোগ্রাম প্রকল্পটি ছাড়া GOB অর্থায়নে কোন প্রকল্প অনুমোদন না হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে বাংলাদেশে এই প্রথম পাঁচ বছরের গ্যারান্টিতে টেকসই নিশ্চিতকল্পে ঠিকাদার অঙ্গিকার গ্রহনের মাধ্যমে ৫৬.২ কিঃমিঃ নতুন সড়ক নির্মাণ, ৭৭.৫৫ কিঃমিঃ সড়ক সংস্কার, আমানতগঞ্জে বিসিসির পরিবহন ও বিদ্যুৎ শাখার জন্য আলাদা ভবন নির্মান, ২ টি মার্কেট সংস্কার ও সিটি সুপার মার্কেট নির্মাণ কাজ চলমান, ৬ তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক ৩টি সেবক কলোনী নির্মাণ ও বন্টন, ১.১০ কিঃমিঃ রোড ডিভাইডার, ১১.৯৬ কিঃমিঃ ড্রেন কাম ফুটপাত, শহীদ শুকান্ত বাবু শিশু পার্ক, শীতলা খোলা পার্ক, বীরমুক্তিযোদ্ধা সাহান আরা বেগম পার্ক নির্মাণ, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট (রোড মার্কিং, স্পিড ব্রেকার, জেব্রাক্রসিং ও রোড সাইন) - ২০ কিঃমিঃ, ৩ টি মসজিদ পুনঃ নির্মাণ ও সংস্কার, ২০০ মিটার বাউন্ডরী ওয়াল নির্মাণ, ২০ কিঃমিঃ ড্রেনের টপস্লাব নির্মাণ, ১টি স্কুল মাঠ সংস্কারসহ সৌন্দর্যবর্ধন কাজ, রূপাতলী আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ বাস টার্মিনাল সংস্কার ও উন্নয়ন, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত নির্যাতন কেন্দ্র ও বদ্ধভূমি সংস্কার সহ অত্যাধুনিক 5D সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরা, ঐতিহ্যবাহী অশ্বিনী কুমার হল সংস্কার ও সংরক্ষণ করা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু অডিটরিয়ামে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক একমাত্র ভিত্তি প্রস্থর স্থাপনকৃত বরিশাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সংস্কার, চত্বর উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়েছে। এছাড়াও মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রায় ১০ হাজার জনবল নিয়ে বরিশালের প্রাণকেন্দ্র বঙ্গবন্ধু উদ্যানে মানব লোগো প্রদর্শন করা হয়। ১ টি মাদ্রাসা নির্মাণ, ২৫০ মিটার ফুটপাত নির্মাণসহ অন্যান্য নগর উন্নয়নমূলক কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিবেশ সুরক্ষায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণকালীন নিয়মিত বায়ু ও পানির গুনাগুন পরীক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়া আমার প্রচেষ্টায় বিসিসি'র তত্ত্বাবধায়নে ঢাকা-বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের সাগরদী ব্রীজের দুই পার্শ্বে দুইটি বেইলি ব্রীজ স্থাপণ করে প্রশস্তকরণের ফলে ঐ স্থানের দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যা দূর করা সম্ভব হয়েছে।গৌরবের পদ্মা সেতু উদ্বোধনে নগরীর যানজট নিরসনে বরিশাল শহরের গড়িয়ার পাড় থেকে শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ব্রীজ পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার লক্ষে আমার উদ্যোগে বিভাগীয় কমিশনার, উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ কমিশনার, জেলা প্রশাসক, সড়ক ও জনপদ বিভাগ, ট্রাফিক বিভাগ, বিআরটিএ সহ বরিশাল বিভাগের সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, গণমাধ্যম কর্মী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের

সাথে সমন্বয় সভা করা হয়েছে। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সড়ক প্রশস্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা বর্তমানে মাঠ পর্যায় বাস্তবায়নাধীন। উল্লেখিত সড়ক প্রশস্তকরণের কাজ সমাপ্ত হলে নগরীর যানজট দূরীকরণসহ জনদুর্ভোগ লাঘব হবে এবং সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে। একই সাথে বরিশাল বিভাগের অন্যান্য জেলার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো সহজতর হবে। যানজট নিরসন তথা সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাস করে নগরীর নথুল্লাবাদ বাসটার্মিনালকে কাশিপুরে স্থানান্তরের লক্ষ্যে (বালু ভরাট) চত্বর উন্নয়ন ও বাস কাউন্টার নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এছাড়া বরিশাল শহরের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজিত নগর উন্নয়ন শীর্ষক (কে.এফ.ডব্লিউ.) প্রকল্পের আওতায় ২.৩৫ কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণসহ ১২.১৪ কিঃমিঃ ড্রেন কাম ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে। ৭.১০ কিঃমিঃ সাগরদী খাল খনন ও স্লোপের কাজ চলমান রয়েছে এবং সাগরদী খালের উভয় পার্শ্বে ৬৭৫ মিটার করে মোট ১.৩৫ কিমি ওয়াক-ওয়ে এবং বাইসাইকেল লেন নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও আমার ব্যক্তিগত অর্থায়নে জনদুর্ভোগ লাঘবে সাধারণ যাত্রী পারাপারের সুবিধার্থে যানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ১০ নং ওয়ার্ডে চরকাউয়া খেয়াঘাট, যাত্রী ছাউনি এবং খেয়াঘাটে গেট নির্মাণসহ সৌন্দর্যবর্ধন কাজ করা হয়েছে।

প্ল্যান শাখায় পর্যাপ্ত লোকবল সংযুক্ত করার কারনে বর্তমানে খুব সুষ্ঠভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিগত ৫ বছরে প্রায় ৫০০০ টি প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে প্রতি মাসে গড়ে ৯০ টি প্লান পাশ হয়। বিসিসির প্লান শাখার অব্যবস্থাপনা ও দক্ষতার অভাবের কারণে নগরবাসীদের প্লান অনুমোদনে ছিল চরম ভোগান্তি ও দালাল নির্ভরতা। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে ইমারত নির্মানের জন্য ১৯৯৬ বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরন করার কথা বলা হলেও ইহার সঠিক বাস্তবায়ন হয়নি। তাই এখন পর্যন্ত ইমারতের জন্য সবচেয়ে কার্যকরি আইন ইমারত নির্মান বিধিমালা-২০০৮ অনুসরন করে ইমারতের প্লান অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। পূর্বে স্ট্রাকচার প্লান ছাড়াই প্লান অনুমোদন দেয়া হয়েছিল, বর্তমানে টেকশই নগরায়ন নিশ্চিতকল্পে স্ট্রাকচার প্লান দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বর্তমানে অনুমোদিত প্লান অনুসারে যেন ইমারত নির্মিত হয় সে লক্ষ্যে সার্বক্ষনিক মনিটরিং চলছে। প্লান অনুমোদনের ক্ষেত্রে নগরবাসীদের দূর্ভোগ লাঘবে ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে দক্ষ জনবল দ্বারা প্লান অনুমোদন কমিটি গঠনের মাধ্যমে যথাযথ কাগজপত্র দাখিল সাপেক্ষে ১৫ দিনের ভিতর সঠিক নিয়মে প্লান অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র (এল.ইউ.সি) প্রদান বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে সর্বপ্রথম এ মেয়াদকালেই চালু হয়, যার ফলে ভূমির বিভিন্ন ধরনের জটিলতা হ্রাস পেয়েছে। ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের আবেদন ফরম গ্রাহকদের ফ্রি দেয়া হয় এবং সনদের সহিত সিটি কর্পোরেশনের সার্ভেয়ার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কলমি নকশা এবং সরেজমিনে তদন্ত প্রতিবেদন গ্রাহককে প্রদান করা হয়।

নগরীর আবাসন সমস্যা দূরীকরণে কাউনিয়া হাউজিং প্রকল্প-২ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি মৌজার সরকারি ফি প্রদান পূর্বক এসএ ম্যাপ সংগ্রহ করণ। পরিমাপ ফি ৫,০০০/- টাকা হতে হ্রাস করে ১,০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন লামছরি অঞ্চল মৌজা: চরআইচা এ সলিড বর্জ্য নিস্পত্তি গ্রাউন্ডের সরঞ্জাম সরবরাহ এবং উন্নতি শীর্ষক প্রকল্প হেতু ৭.৮৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা পরিমাপ পূর্বক সীমানা নির্ধারণ ও অবৈধ অংশ অপসারণ করা হয়েছে।

আমার দায়িত্বকালে হোল্ডিং সংখ্যা ছিলো ৫০,৯৫৯টি যার বিপরীতে আদায় ছিলো ১৩,৪৭,৭৪,০৩৪ টাকা (তের কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চৌত্রিশ টাকা)। কোনরূপ কর বৃদ্ধি না করেও পরিমাপ ধার্য ও আদায়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মাত্র ২,৩৭৮ টি হোল্ডিং সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩,৩৩৭ হলেও আদায় বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪,৩৯,০১,০৪৬ (চৌত্রিশ কোটি উনচল্লিশ লক্ষ এক হাজার ছিচল্লিশ টাকা)। যা হোল্ডিং নাম্বার বৃদ্ধির তুলনায় কয়েকগুন। এখানে বিশেষ উল্লেখ্য যে আমার সময়ে হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা তৈরি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি আমার হোল্ডিং কর আদায়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি অর্জন। আমি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর, ৫০,৯৫৯ টি হোল্ডিং এর মধ্যে মাত্র ৩৭৭১ টি (সরকারি ও ব্যক্তিগত) হোল্ডিং

এর শুনানী জন্য আবেদন করলে আমি নাগরিক সুবিধার কথা বিবেচনা করে তাৎক্ষনিক ১৫% হোল্ডিং কর কমিয়ে দেই। পরবর্তীতে ২৬৪ জন সংক্ষুদ্ধ গ্রাহক পুনরায় আবেদন করলে গণশুনানী বোর্ডের মাধ্যমে তাদের বাস্তব অবস্থার দিক বিবেচনা করে সহনীয় পর্যায়ে হোল্ডিং কর নির্ধারন করি এছাড়াও হাল ও বকেয়া বিলের উপর ১০% রিবেট সুবিধা প্রদান করি। শুনানীতে অংশ নেয়া গ্রাহকরা আমার সাথে সরাসরি কথা বলে তাদের সমস্যা নিরসন করতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন। গ্রাহকদের হোল্ডিং বিল পরিশোধ করার সুবিধার জন্য ৩০টি ওয়ার্ডে মাইকিং এর মাধ্যমে জনগনকে অবহিত করে সারচার্জ মওকুফ করি। হোল্ডিং গ্রাহকগণ যদি ছাদ বাগান করেন সেক্ষেত্রে তাদের হোল্ডিং করের উপর প্রমথ পর্যায়ে ২% হারে কর মওকুফ করা হয়েছিল পরবর্তীতে আরো ৩% বাড়িয়ে সর্বমোট ৫% কর মওকূফ করা হয়েছে। এছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নেয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আমি মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের হোল্ডিং কর মওকুফ এবং করের বিলে বীর মুক্তিযোদ্ধা শব্দটি যুক্ত করেছি।

সম্মানিত নাগরিকগনঃ

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের ফলে বিশ্ব কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা আমরা সকলেই অবগত আছি। আমি মহামারির শুরু থেকেই অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ধাপে ধাপে দ্রুত এই ব্যাধি মোকাবেলা করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন পদক্ষেপ ও দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করছি। কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন কার্যক্রমে ৩০ টি ওয়ার্ডে আলাদা আলাদা বুথের মাধ্যমে ৪,৭৪,৮০৫ (চার লক্ষ চুয়াত্তর হাজার আটশত পাঁচ) জনকে প্রথম ডোজ, ৪,২৭,৪১৫ (চার লক্ষ সাতাশ হাজার চারশত পনের) জনকে দ্বিতীয় ডোজ, ১,৫৩,৭৯০ (এক লক্ষ তেপান্ন হাজার সাতশত নব্বই) জনকে বুষ্টার প্রথম ডোজ এবং ১৩,৮৬১ (তের হাজার আটশত একষট্টি জনকে) বুষ্টার দ্বিতীয় ডোজ প্রদান করা হয়। টিকাদানে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বিশ্বে আষ্টম এবং বাংলাদেশে প্রথম স্থানের গৌরব অর্জন করেছে। বরিশাল সদরসহ জেলার অর্ন্তগত অন্যান্য উপজেলার শিক্ষার্থীদের মাঝে শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামে সু-শৃঙ্খলভাবে করোনা টিকা প্রদান করা হয়। এছাড়া ৫টি অ্যাম্বুলেন্স এর মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা বিনামূল্যে মুমূর্ষু রোগীদের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা, হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার, নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বাস সার্ভিস, রোগী ও তাদের স্বজনদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয় সেই সাথে বিনামূল্যে অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ, মাস্ক বিতরন কর্মসূচী, করোনার স্যাম্পল টেস্ট কালেকশন, করোনা রোগী চিহ্নিতপূর্বক হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরন, বিভিন্ন ওয়ার্ডে মাইকিং, এল.ই.ডি মনিটরের মাধ্যমে সচেতনমূলক বার্তা প্রচার অব্যাহত ছিল। করোনা কালীন সময়ে পানির ভাউজার দিয়ে প্রতিদিন ৪০ হাজার লিটার জীবনুনাশক স্প্রে করা হয়েছে। নগরীর মুমূর্ষু রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার জন্য একটি আই.সি.ইউ সম্বলিত অ্যাম্বুলেন্স ও আরেকটি অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় প্রোগ্রামসমূহে যেমন নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচী, ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন, এম.আর ক্যাম্পেইন, কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ সহ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমে বিসিসি শতভাগ সাফল্য অর্জন করেছে। নগরীতে বর্তমানে ১০ হাজার ৪ শত ২৮ জন শিশুকে নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র থেকে টিকা প্রদান সহ একটি নগর মাতৃসদন ও ৪টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এর মাধ্যমে প্রসূতি মা ও শিশুদের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রন ও উন্নয়নে হোটেল এবং বিভিন্ন রেস্তোরায় ভেজাল খাদ্যের অভিযানে বিসিসির মোবাইল কোর্ট সদা তৎপর রয়েছে। এছাড়া খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানকে উন্নত রাখতে নগরীর সকল খাদ্যপণ্য প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট হাসপাতাল ও প্যাথলজি ক্লিনিকগুলোকে সেবার গুণগত মান বজায় রক্ষার শর্তে স্যানিটারী লাইসেন্স ও নিবন্ধন এর আওতায় আনা হচ্ছে।

সুপ্রিয় নগরবাসীঃ

আমার মেয়াদকালে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহায় দুই ঈদ এ ঘরমুখো ঢাকা থেকে বরিশালগামী ঈদ যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুশৃঙ্খলভাবে লঞ্চঘাট থেকে রূপাতলী এবং নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল পর্যন্ত বিনাভাড়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়। যাত্রীদের জন্য লঞ্চঘাটে মেডিকেল বুথ স্থাপন, বিশুদ্ধ খাবার পানি, করোনা টিকা প্রদান, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ও অসুস্থ রোগীদের জন্য হুইল চেয়ার সেবা, নিরাপত্তা নিশ্চিত্তের জন্য পর্যেবক্ষণ টাওয়ার স্থাপন এবং সমগ্র এলাকায় সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগ ফনী, মোখা, আম্পান, ইয়াস মোকাবেলায় যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করাসহ দূর্যোগ পরবর্তী সময়ে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন প্রায় ১৫০০ জনবল নিয়ে ফায়ার সার্ভিস এবং সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে কাজ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন প্রাকৃতিক জলাধার আইন ২০০২, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ প্রতিপালনের লক্ষে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের এলাকায় অবৈধ সকল ড্রেজার কার্যক্রম বন্ধ রেখেছি, যাতে নদী ভাঙ্গন রোধ হয়, নগরীর জলাশয়গুলো ভরাট না হয় এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয়। মহামারী করোনার সময়ে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রাতের আধারে ঘরে ঘরে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তাতে ১৩,৫৮,৬০০ (তের লক্ষ আটান্না হাজার ছয়শত) কেজি চাল, ১,৯৭,২১৬ (এক লক্ষ সাতানব্বই হাজার দুইশত ষোল) কেজি ডাল, ৫,৩৩,১৯৭ (পাঁচ লক্ষ তেঁত্রিশ হাজার একশত সাতানব্বই) কেজি আলু, ২,৭৯,৬৩২ (দুই লক্ষ উনআশি হাজার ছয়শত বত্রিশ) পিস সাবান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে প্রায় দেড় লক্ষ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও করোনার প্রাথমিক পর্যায়ে অসহায় ও দুস্থ্যদের মাঝে ভোজ্য তেল সরবরাহ করা হয়েছিল। নগরীর ৩০ টি ওয়ার্ডে বসবাসকারী নিম্ন ও মধ্য আয়ের জনগণের মাঝে স্বল্পমূল্যে ভোগ্যপণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে ৯০ হাজার টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ হয়েছে।

সুপ্রিয় সুধি,

আমার মেয়াদ কালে ১৪১৬ জন দুস্থ ও অসহায় পরিবারকে, চিকিৎসা ও শিক্ষাখাতে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে প্রায় ৪ (চার) কোটি টাকা। পূর্বে কোন অস্থায়ী শ্রমিক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও অন্যান্য কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাদের জন্য সিটি কর্পোরেশন থেকে কোন আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা ছিল না, আমি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর তাদের কথা বিবেচনা করে মৃত্যু পরবর্তীতে তাদের প্রত্যেক পরিবারকে ১ (এক) লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান এবং পরিবারের একজনকে চাকুরীর ব্যবস্থা করেছি। অবসরপ্রাপ্ত ৩৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের লাম্পগ্রান্ট, গ্রাচুইটির মোট ৪ কোটি ২০ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪৪৫ টাকা একসাথে প্রদান করা হয়। নগরির অর্ন্তভূক্ত ৫১৪ টি মসজিদের ৯৭৪ জন ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে, ৬২ টি মন্দিরের পুরোহিত, ১২ টি গির্জার ধর্মযাজকদের মাসিক সম্মানীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। নগরীর ভাতা প্রাপ্ত সকল ইমাম মুয়াজ্জিনদের এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের অস্থায়ী কর্মচারী (যারা ঈদ বোনাস প্রাপ্ত হন) তাদেরকে ইফতার ভাতা বাবদ ১০০০/- টাকা প্রদান করা হয়, যা বাংলাদেশে একমাত্র বরিশাল সিটি কর্পোরেশন প্রদান করে। এছাড়াও আমার নিজ উদ্যেগে বিসিসির কারিগরি সহায়তায় দাতাদের অর্থায়নে নগরীর বান্দ রোডে ইমামদের জন্য আধুনিক ইমাম ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দঃ

আমি দায়িত্ব গ্রহণের সময় নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম দিনের বেলায় পরিচালনা করা হতো। নগরীর জনগনের কথা মাথায় রেখে পরিচ্ছন্নতার সেবার মান উন্নত করার লক্ষে আমি দিবাকালীন পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমকে রাত্রিকালীন করার নির্দেশ প্রদান করি। যার ফলশ্রুতিতে ময়লা সংগ্রহ ও অপসারনের কার্যক্রম রাতের বেলায় সম্পন্ন হওয়ায় দিনের বেলায় নগরবাসীকে কোনরূপ দূর্ভোগ পোহাতে হয় না। পরিচ্ছন্নতার কাজের মান আগের তুলনায় অনেকাংশে উন্নত ও বেগবান হয় যা নগরবাসীর নিকট প্রশংসিত হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা কর্মীসহ সকল দৈনিক মজুরীভিত্তিক কর্মচারীদের প্রথম দফায় ৭,৫০০/- থেকে ৯,০০০/- টাকায় এবং ২য় দফায় তা ১০,০০০/- টাকায় উন্নিত করা

হয়েছে। ঝাড়ুদারদের মাসিক মজুরী প্রথম দফায় ৩,৬০০/- থেকে ৪,৫০০/- টাকা এবং ২য় দফায় ৪৫০০/- থেকে ৬০০০/- টাকায় উন্নিত করাসহ শ্রমিকদের ২ টি উৎসব বোনাসসহ বৈশাখী ভাতা ও ইফতার ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সকল শ্রমিকদের নিজ নামের বিপরিতে ব্যাংকে হিসাব নম্বর খোলার ব্যবস্থা গ্রহন ও বেতন ভাতা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে সেই সাথে তাদের উন্নতমানের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে ৬ তলা বিশিষ্ট ৩ টি সেবক কলোনী নির্মাণ ও হস্তান্তর করা হয়েছে যা অতীতে কোন মেয়রের সময় কখনো ছিলো না। পরিচ্ছন্নতা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জ্যাকেট, গামবুট, গ্লাভস, সাবান ও স্যাভলনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্ষা মৌসুমের জন্য শ্রমিকদের কাজের সুবিধার কথা বিবেচনা পূর্বক রেইন কোর্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং করোনাকালীন সময় পি.পি.ই. ও মাস্কের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ড্রেনগুলো সুবিধাজনক স্থানে পরিষ্কারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অতিরিক্ত পকেট স্লাব কাটার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রমিকদের কাজে উৎসাহিত করার জন্যে আমি নিজে প্রায়ই শ্রমিকদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করি এছাড়া প্রতিবছর পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় আমার নিজ বাসভবনে পরিচ্ছন্নতাকর্মীসহ সকল শ্রমিক, কর্মচারীদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করি। নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়নে পরিচ্ছন্নতা শাখার কর্মীদের নিয়ে সেন্ট্রাল টিম তৈরি করে নগরীর গভীর ড্রেন গুলো পরিষ্কারের ব্যবস্থা করি। পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে ফেইসবুকে গ্রুপ আইডির মাধ্যমে প্রতিদিনের কার্যক্রম দেখভাল করা হয় যা বরিশাল নগরীকে স্মার্ট নগরী গড়ার ভূমিকা রাখে। নগরীর বিভিন্ন খালগুলি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে যার ফলে একদিকে পানি নিষ্কাশন স্বাভাবিক হওয়া সহ নগরীর জলাবদ্ধতা অনেকাংশে দূর হয়েছে। মশক নিধন কার্যক্রমকে জোড়ালো ও বেগবান করার লক্ষে ২ টি ফগার মেশিন থেকে বৃদ্ধি করে ১০ টি নতুন ফগার মেশিন বাড়িয়ে মোট ১২ টি মেশিন এবং লার্ভা নিধনের জন্য শতাধিক হ্যান্ড স্প্রে মেশিন দ্বারা মশক নিধন কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করা হচ্ছে এবং মশক নিধনের জন্য কীটনাশকের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

প্রিয় সুধী

বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ অপ্রতুল থাকায় ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৪টি নতুন উৎপাদক নলকূপ স্থাপন ও ২টি উৎপাদক নলকূপ সংস্কার করে পানির চাহিদা পুরন করা হয়েছে। কলোনীসমূহ ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য ১৮৩ টি ১.৫ ইঞ্চি গভীর নলকূপ স্থাপন করে এবং সাথে পানির ট্যাংক সংযোজন করে পানির চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে। পানির গাড়িতে করে বিভিন্ন স্থানে চাহিদা মোতাবেক পানি সরবরাহ করার জন্য ৭টি পানির ট্যাংক ক্রয় করা হয়েছে। পানির সঠিক সরবরাহ নিরুপন করার জন্য প্রতিটি পাম্পে পানির ফ্লো মিটার স্থাপন করার ফলে বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ৬৭ লক্ষ গ্যালন পানি সরবরাহের হিসাব নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়েছে। পুরাতন পাম্প মটরগুলো নষ্ট হওয়ায় নতুন ৩০টি সাবমার্সিবল পাম্প মটর ক্রয় এবং স্থাপন করা হয়েছে। পানি সংযোগ গ্রহীতাদের বাসা বাড়ীতে ৫,৩৭৩ টি নতুন সংযোগ লাইন দেয়া হয়েছে। এছাড়া বর্ধিত অঞ্চলে ৪,৬, ও ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১৭ কিঃমিঃ পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে। করোনা কালীন সময়ে প্রতিদিন পানির ভাউজার দিয়ে ৪০ হাজার লিটার জীবানুনাশক স্প্রে করা হয়েছে। বিগত ০৬/০৩/২০১৭ খ্রি: তারিখ ৩য় পরিষদের ১২তম সাধারণ সভায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১.৫ ইঞ্চি গভীর নলকূপের অনুমতি ফি আবাসিক ২৫,০০০/- টাকা, বানিজ্যিক ৩০,০০০/- টাকা ধার্য্য করা হয়েছিল। আমি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহনের পর ব্যক্তিগত উদ্যেগে স্থাপিত গভীর নলকূপ অনুমতি ফি কমিয়ে আবাসিক ১৫,০০০/- টাকা, বর্ধিত ওয়ার্ডের জন্য ৫,০০০/- টাকা, বানিজ্যিক ২০,০০০/- টাকা, বর্ধিত ওয়ার্ডের জন্য ১০,০০০/- টাকা নির্ধারণ করেছি। ব্যক্তিগত উদ্যেগে গভীর নলকূপ স্থাপনের আবেদনের অনুমোদন মাত্র ২ কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। যে সকল গ্রাহকগন সিটি কর্পোরেশনের পানির লাইনের জন্য আবেদন করেন, তাদের পানির লাইনের অনুমোদন মাত্র তিন কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। যে সকল গ্রাহক অবৈধ ভাবে পানির লাইনের সাথে মটর ব্যবহার করেন, তাদের মটর জব্দ করে জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়াও পূর্বে পানির সেবা গ্রহনে অনিয়ম ও দূর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে বর্তমানে তা দূর করে পানির সেবা আরও সহজ ও গতিশীল করে পানি সরবরাহ বিভাগকে দূর্নীতি মুক্ত করার ফলে রাজস্ব আয় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সম্মানিত উপস্থিতিঃ

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যুতায়নের সঠিক হিসাব পরিমাপের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ট্রেড ম্যাজিস্ট্রিক এর মাধ্যমে পূর্নাঙ্গ সড়ক বাতির ইনভেনটরি করা হয়েছে। এই প্রথম বরিশাল সিটি কর্পোরেশন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান থেকে সরাসরি বাল্ব সহ সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ২ বছরের গ্যারান্টিতে ক্রয় করা হচ্ছে যার ফলে বিদ্যুৎ খাতে ব্যয় এবং অপব্যবহার কমেছে। বিগত ৫ বছরে নগরীর ৩০ টি ওয়ার্ডে সি.এফ.এল বাল্বের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ১৪,৫৫০টি নতুন এল.ই.ডি বাল্ব স্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক বিদ্যুৎ বিল ২৫-৩০ শতাংশ পর্যন্ত সাশ্রয় হয়েছে। ০২ বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টিতে বাল্ব ক্রয়ের ফলে এ খাতে ব্যয় কমেছে এবং বিগত ০৫ বছরে ১৯,৩০০টি বাল্ব রিপ্লেসমেন্ট করা হয়েছে। এই সময়ে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ও ওয়েষ্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক দাখিলকৃত ভৌতিক বিদ্যুৎ বিল ও নষ্ট, এ্যানালগ মিটার সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করে যৌথ সমন্বয়ে নতুন ডিজিটাল মিটার স্থাপন করা হয়েছে। ফলে মাসিক বৈদ্যুতিক বিল গড়ে ৫০,০০,০০০ টাকা এর পরিবর্তে গড়ে ৩৫,০০,০০০ টাকা হয়েছে। এতে প্রায় ৩৫% বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হয়েছে।

সুধীজন

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে জ্বালানী তৈলের ব্যবহার এবং গাড়ির মেরামত খরচে পূর্বের চেয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে। পূর্বে যেখানে জ্বালানী তৈলের মাসিক ব্যয় ছিল ১১ থেকে ১২ লক্ষ টাকা বর্তমানে জ্বালানী তেলের মূল্য কয়েক ধাপে বৃদ্ধি, গাড়ি সংখ্যা ও কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার সত্বেও দূর্ণীতি ও অনিয়ম বন্ধ করার ফলে বর্তমানে জ্বালানী তেল অনেক সাশ্রয় হয়েছে। যার ফলে পরিবহন খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। বিসিসির মালিকানাধীন এ্যাসফল্ট মিক্সিং প্লান্টটি দীর্ঘদিন অকেজো অবস্থায় পড়ে ছিল যা আমি দায়িত্ব গ্রহনের পর পুনরায় চালুর ব্যবস্থা করিলে সর্বোচ্চ গুণগত মান বজায় রেখে কার্পেটিং এর মালামাল প্রস্তুত করা হচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে ৫ বছরের গ্যারান্টি সহকারে রাস্তা নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে।

বর্তমানে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর ব্যাংক হিসাব চালুকরণ সহ বিসিসির প্রতিটি লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। বিসিসির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন, বোনাস, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা, যাতায়াত সুবিধাসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক সুবিধা প্রদান ও অবসরপ্রাপ্তদের জন্য লাম্পগ্রান্ট, গ্রাচ্যুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে।

করোনা মহামারীর সময়ে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অস্বচ্ছল মানুষের কথা চিন্তা করে আমি প্যাডেল চালিত রিক্সা / ভ্যান মালিকানা ফি মওকুফ করে ২০২০-২০২১ অর্থ বছর নতুন মালিকানা ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু করি এবং বর্তমানে উক্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ব্যাটারি চালিত অযান্ত্রীক হলুদ অটো (ইজিবাইক) চলাচলকারী পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্বক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত সকল বকেয়া মওকুফ করে ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ৫০০০/- টাকা নির্ধারণ করি। ২০২৩ সালে ১ জুলাই থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত ব্যাংকে পরিশোধ পূর্বক মহাজনী রুট পারমিট নতুন ও নবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৮ সালের পূর্বে হলুদ অটো মহাজনী রুট পারমিট এর সংখ্যা ছিলো ২৬১০ টি যা আমার পরিষদে নতুনায়ন করে ৫০০০ ব্যাটারী চালিত অযান্ত্রিক হলুদ অটো (ইজিবাইক) অনুমোদন দেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও ব্যাটারি চালিত অযান্ত্রীক হলুদ অটো চালককে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের আওতায় আনয়ন, প্রতি চালককে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ড্রেস কোড এর আওতায় আনা, ড্রাইভিং চার্জিং স্টেশন পয়েন্ট তৈরী করন, হলুদ অটো স্টান্ড নির্দিষ্টকরনের বিষয়গুলি পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

চলমান প্রকল্পসমূহঃ

বরিশাল শহরের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজিত নগর উন্নয়ন প্রোগ্রাম-প্রথম পর্যায়। (প্রাক্কলিত ব্যয়-১৩০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা) নিজস্ব অর্থায়নে উল্লেখযোগ্য চলমান কাজসমূহ:

- ০১নং ওয়ার্ডস্থ অধ্যক্ষ ইউনুছ খান সড়কের (নথুলাবাদ খালপাড় সড়ক) পাশের প্যালাসাইডিং ওয়াল নির্মাণসহ সড়ক বিসি দ্বারা পুনঃনির্মাণ কাজ। (প্রাক্কলিত ব্যয়-৫ কোটি ৬৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩ শত ৪৫ টাকা)
- ২০ নং ওয়ার্ডস্থ কলেজ রো বিসি দ্বারা পুনঃনির্মাণ কাজ। (প্রাক্কলিত ব্যয়-৭৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩ শত ১২ টাকা)
- ০৫ নং ওয়ার্ডস্থ ০৩ নং গুচ্ছ গ্রামে ০৩ টি সড়ক বিসি দ্বারা পুনঃনির্মাণ কাজ। (প্রাক্কলিত ব্যয়-১ কোটি ৮৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ২ শত ৪১ টাকা)
- ০৫ নং ওয়ার্ডস্থ দক্ষিন পলাশপুর সাব স্টেশনের মুখ থেকে দলিল উদ্দিন স্কুলের পিছন হয়ে ০৭ নং গুচ্ছগ্রাম পর্যন্ত সড়ক বিসি দ্বারা পুনঃনির্মাণ কাজ। (প্রাক্কলিত ব্যয়-৩ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ৫২ হাজার ১ শত ৩৯ টাকা)
- ০৫ নং ওয়ার্ডস্থ পলাশপুর ৪নং, ৭নং এবং ০৮ নং গুচ্ছগ্রাম সিসি রোড নির্মাণ কাজ। (প্রাক্কলিত ব্যয়- ৪২ লক্ষ ১৪ হাজার ২ শত ৫৪ টাকা)
- ০৪ নং ও ০৬ নং ওয়ার্ডে সড়ক সিসি দ্বারা নিমার্ন কাজঃ (ক) নয়াবাড়ি সড়ক (খ) দালান বাড়ি সড়ক, (গ) মসজিদ সড়ক (ঘ) মোল্লাবাড়ি সড়ক, (ঙ) পুরানবাড়ি সড়ক (চ) রুস্তম বাড়ি সড়ক (প্রাক্কলিত ব্যয়-১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাক ৫৯ হাজার ২ শত ৮৯ টাকা)
- ২৪ নং ওয়ার্ডস্থ ধানগবেষনা সড়ক সাইটড্রেন ও জলাবদ্ধতা নিরসনে রুপাতলী হাউজিং ড্রেনের শেষ মাথা নিমার্ন কাজ। (প্রাক্কলিত ব্যয়-১ কোটি ৫৬ লক্ষ ১৩ হাজার ৯ শত ২৯ টাকা)
- স্থানীয় সরকার কোভিড - ১৯ রেসপন্স এ্যান্ড রিকভারি প্রকল্প (এলজিসিআরআরপি) (প্রাক্কলিত ব্যয় - ১৩ কোটি ৯০ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭ শত ৮ টাকা)

প্রস্তাবিত প্রকল্পঃ

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন থেকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে আমার মেয়াদকালে বিভিন্ন সময়ে ৫টি প্রকল্প প্রেরন করা হয়েছে যা অনুমোদনের অপক্ষোয় রয়েছে। প্রেরিত প্রকল্পসমূহের তথ্য উপাত্ত নিম্নরুপঃ।

প্রকল্পের নামঃ বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিভিন্ন রাস্তা উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা নিরসন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প । পুর্নগঠিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয়ঃ ৬৮৩ কোটি ৭ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। বিগত ১৭/১২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুর্নগঠিত ডিপিপি বিগত ০৫/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে বিসিসি /প্লানিং/ ৬৯/২০/০৬ নং স্মারকে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরিত হয়েছিল।

প্রকল্পের নামঃ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন খালসমুহের পাড় সংরক্ষণসহ পুনঃউদ্ধার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও পুনঃখনন প্রকল্প। পুর্নগঠিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয়ঃ ২৬১৫ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। বিগত ৩০/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে প্লানিং কমিশনে প্রকল্পটির পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ২১/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পুর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয় দাখিল করা হয়।

প্রকল্পের নামঃ বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বেলতলা ও রুপাতলী সারফেজ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট দুইটি ব্যবহার উপযোগীকরণ সহ ওভার হেড ট্যাংক ও পানির সরবরাহ পাইপ লাইন স্থাপণ প্রকল্প। দাখিলকৃত প্রকল্পটির মোট প্রকল্প ব্যয় ৩৯ কোটি ৬০ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। বিগত ১৮/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ডিপিপিটি মন্ত্রণালয় দাখিল করা হয়।

প্রকল্পের নাম: বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের জন্য লামছরি এলাকায় (মৌজাঃ চরআইচা) - এ "গার্বেজ/সলিড ওয়েষ্ট ডিসপোজাল গ্রাউন্ডচ) উন্নয়ন ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প। (Supply of Equipment & Improvement of Garbage / Solid Waste Disposal Ground at Lamchori Area (Mouza: Charaicha) for Barishal City Corporation.) দাখিলকৃত প্রকল্পটির মোট প্রকল্প ব্যয় ২৪ কোটি ৬৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা (প্রকল্প সাহায্য ভারতীয় অনুদান) বিগত ২০/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ডিপিপিটি মন্ত্রণালয় দাখিল করা হয়। বিগত ১৭.১২.২০২০ খ্রিঃ তারিখে সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয় এবং মেয়র বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল ও High Commission of India Bangladesh এর মধ্যে উল্লেখিত প্রকল্প সংক্রান্ত MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং উক্ত দিনেই বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উক্ত প্রকল্প সংক্রান্ত MOU টি ভার্চুয়ালি স্বাক্ষর করা হয়েছে। স্বাক্ষরিত MOU অনুযায়ী India High Commission মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১০% (২,৪৬,৭১,৪০০) টাকা ইতমধ্যে ছাড় করেছেন । প্রকল্পটি বিগত ২৮-১১-২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত হয়েছে।

প্রকল্পের নাম: বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এল.ই.ডি (LED) সড়ক বাতি সরবরাহ ও স্থাপন প্রকল্প। দাখিলকৃত প্রকল্পটির মোট প্রকল্প ব্যয় ২৭৬ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। বিগত ১৩/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ডিপিপিটি মন্ত্রণালয় দাখিল করা হয়।

- বিসিসির মালিকানাধীন তিনটি মার্কেটের উন্নয়ন কাজ (প্রকল্প ব্যয়-৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা);
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শহীদ আঃ রব সেরনিয়াবাত বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প। (প্রকল্প ব্যয়ঃ ২০০ কোটি টাকা);
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নতুন নগর ভবন নির্মাণ। (প্রকল্প ব্যয়ঃ ৫০ কোটি টাকা);
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বর্ধিত এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ প্রকল্প। (প্রকল্প ব্যয়-৫০ কোটি টাকা);
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বর্ধিত এলাকায় নতুন উৎপাদক গভীর নলকূপ স্থাপন। (প্রকল্প ব্যয়ঃ ২৫ কোটি টাকা);
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (প্রকল্প ব্যয়ঃ ৩০০ কোটি টাকা);
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (প্রকল্প ব্যয়ঃ ২০ কোটি টাকা);
- বরিশাল মহানগরীতে নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ০৪ টি ভাসমান পানি শোধনাগার ও ০৫ টি ওভার হেড ট্যাংক নির্মাণ প্রকল্প। (প্রকল্প ব্যয়ঃ ১০০ কোটি টাকা);
- বরিশাল মহানগরীর শহর রক্ষাবাঁধ কাম রিং রোড নির্মাণ প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)। (প্রকল্প ব্যয়ঃ ৫০০ কোটি টাকা);
- নগরবাসীর জন্য চিত্তবিনোদন ব্যবস্থা ও সবুজায়ন শীর্ষক প্রকল্প। (প্রকল্প ব্যয়-৫০ কোটি টাকা);
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভূমি অধিগ্রহণসহ তিন অঞ্চলে তিনটি নতুন কবরস্থান, একটি শ্মশান ও একটি খ্রীষ্টান সমাধি নির্মাণ। (প্রকল্প ব্যয়-৫০ কোটি টাকা)
- ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরের নিজস্ব উৎস ও সরকারি অনুদানে (থোক ও বিশেষ থোক) প্রস্তাবিত উন্নয়ন ব্যয়সমূহঃ
- রাস্তা, ড্রেন, ব্রীজ কালভার্ট, পুকুর ও খাল সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন স্থানে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও সংরক্ষণ-৪৫ কোটি টাকা.
- বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর সড়কস্থ (সদর রোড) ৭ তলা সুপার মার্কেট নির্মাণ কাজ-১০ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা.

- ঢাকাস্থ লিয়াজো অফিসের ফ্লাট ক্রয়ের পাওনা ও রেজিষ্টেশন -৪০ লক্ষ টাকা.
- টিবির পুকুরের সৌন্দর্য্যবর্ধন কাজের অবশিষ্ট অংশ নির্মাণ-১ কোটি টাকা.
- গড়িয়ার পাড় কাউন্সিলর অফিসের সামনে পুকুরের উন্নয়ন- ১ কোটি টাকা.
- নতুন বাজার পার্ক- ১ কোটি টাকা.
- জিলা স্কুলের মোড়ে মনুমেন্ট- ৫ লক্ষ টাকা.
- গড়িয়ার পাড় ও রুপাতলীতে ০২টি সিটি গেট নির্মাণ-২ কোটি টাকা.
- ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ড্রেনের টপ স্লাব নির্মাণ কাজ- ৫০ লক্ষ টাকা.
- নতুন বাজার মার্কেট পূনঃনির্মাণ কাজ- ২৭ লক্ষ ৮০ হাজার ৯১৮ টাকা.
- কুকুর সেড নির্মাণ -৫ লক্ষ টাকা.
- বিসিসির মালিকানাধীন বিভিন্ন ভবন নির্মাণ ও সংস্কার-২০ লক্ষ টাকা.
- বিসিসির বিভিন্ন পার্ক সংস্কার কাজ- ২০ লক্ষ টাকা.
- প্রতিটি ওয়ার্ড ভিত্তিক একটি শিশুপার্ক ও কালচারাল সেন্টার নির্মাণ- ১ কোটি টাকা.
- রাখাল বাবু পুকুরের সৌন্দর্য্য বর্ধন কাজ- ২৫ লক্ষ টাকা.
- একুশে পদক প্রাপ্ত নিখিল সেনের বাসভবনের পুকুরের চারদিকে ওয়াকওয়ে, ঘাটলা ও সৌন্দর্য্য বর্ধন কাজ-৫০ লক্ষ টাকা.
- আমানতগঞ্জ আধুনিক ওয়ার্কসপ ও গ্যারেজ নির্মাণ-১ কোটি টাকা.
- এ্যানেক্স ভবনের আধুনিকায়ণ কাজ- ১০ লক্ষ টাকা.
- নতুন বাজার তরকারী মার্কেটের ৩য় ও ৪র্থ তলা নির্মাণ- ২০ লক্ষ টাকা.
- বঙ্গবন্ধু অডিটরিয়ামের বাকী অংশ নির্মাণ- ৩ কোটি টাকা.
- সাগরদী বাজারের দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তা সংলগ্ন দ্বিতল মার্কেটের অবশিষ্টাংশ নির্মাণ- ১৭ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৮২ টাকা.
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মসজিদ, কবরস্থান, শ্মশান ও পার্ক উন্নয়ন - ৫০ লক্ষ টাকা.
- জেলখাল সহ বিভিন্ন খাল ও ড্রেন সমূহের ময়লা আবর্জনা অপসারণ - ৫০ লক্ষ টাকা.
- কশাইখানা তিন তলা লৌহ মার্কেট নির্মাণ কাজ- ১ কোটি টাকা.
- শহর সৌন্দর্য্য বর্ধন এবং ওয়াক ওয়ে নির্মাণ কাজ- ৫০ লক্ষ টাকা.
- ঈদগাঁহ্ সংস্কার ও উন্নয়ন- ১০ লক্ষ টাকা.
- সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কোয়ার্টার নির্মাণ- ৫০ লক্ষ টাকা
- বাংলা বাজার শহীদ আলমগীর মার্কেট নির্মাণ-(অবশিষ্টাংশ) - ১০ লক্ষ টাকা.
- আমানতগঞ্জ বহুতল সিটি কমিউনিটি মার্কেট নির্মাণ- ৫০ লক্ষ টাকা.
- আমতলার মোড়ে এক্সিথিয়েটার নির্মাণকাজ (অবশিষ্টাংশ)- ৫ লক্ষ টাকা.

- জিলা স্কুলের মোড়ে স্থাপিত প্রদর্শণী বিমান চত্বর সৌন্দর্যবর্ধন ও সংরক্ষণ কাজ- ১ লক্ষ টাকা.
- শুক্কুর গফুর পার্ক বর্ধিতকরণ- ৩০ লক্ষ টাকা.
- স্বাধীনতা পার্কের (আমতলা লেকে) সৌন্দর্য্য বর্ধনের অবশিষ্টাংশ-২ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬৬২ টাকা.
- রুপাতলী বহুতলা আধুনিক মার্কেট নির্মাণ প্রকল্প- ৫০ লক্ষ টাকা.
- কাউনিয়া হাউজিং এ আধুনিক মার্কেট নির্মাণ- ৫০ লক্ষ টাকা.
- সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ চৌমাথায় আধুনিক মার্কেট নির্মাণ- ৫০ লক্ষ টাকা.
- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজরিত টর্চারসেল সংস্কার ও উন্নয়ন -১০ লক্ষ টাকা.
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের আধুনিক ওয়েবসাইট, সফটওয়ার ডেভেলপমেন্ট, ডাটাবেইজ ও ডিজিটাল সাইনিং সিস্টেম-২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা.

প্রিয় নগরবাসী ও সাংবাদিকবৃন্দ,

আমি এখন ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করছি। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট ছিল ৪১৮ কোটি ৯০ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৭২ টাকা। সংশোধিত হয়ে তা দাঁড়িয়েছে ১৭১ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ২৮১ টাকা। আমি এখন ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট ৪৪২ কোটি ৭ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৮৭ টাকা মাত্র ঘোষনা করছি। উল্লেখ্য যে, চলতি অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট খাতে সর্বমোট ৩৪৯ কোটি ৫৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৯৬ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যার মধ্যে নিজস্ব উৎস থেকে ৬৭ কোটি ২ লক্ষ, থোক ও বিশেষ থোক ৩৬ কোটি ৫০ লক্ষ এবং সরকারী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পে ২৪৬ কোটি ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৯৬ টাকা যা সর্বমোট বাজেটের প্রায় ৭৯.০৭ শতাংশ। আমাদের আজকের এই লক্ষ্য অর্জনে আপনাদের সকলের আন্তরিক সহযোগীতা কামনা করছি।

প্রিয় নগরবাসী,

বাংলাদেশ মানেই মুজিব, মুজিব মানেই বাংলাদেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই আমাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। বঙ্গবন্ধুর নীতি আদর্শকে ধারণ করে গণতন্ত্রের মানসকণ্যা, মানবতার মা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি পরিকল্পিত সবুজ পরিচ্ছন্ন ও স্মার্ট নগরী গড়ার জন্য বিগত ৫ বছর আপনাদের সেবক হয়ে দিন রাত কাজ করেছি। যদিও ২ বছর করোনায় অতিবাহিত হবার কারণে আমার মেয়াদের কাজ করার যথেষ্ট সময় পাই নাই। তবুও নগরবাসীর জন্য আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। নিজস্ব অর্থায়নে দৃশ্যমান উন্নয়ন না হলেও আমার চেষ্টার কোন কমতি ছিলনা। মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত প্রকল্পগুলো অনুমোদিত হলে কাঙ্খিত উন্নয়ন করা সম্ভব হতো তদুপরি প্রকল্প ব্যতিরেকেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বরিশাল সিটি কর্পোরেশনকে একটি স্বনির্ভর সুশৃঙ্খল ও দূর্নীতি মুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলে এযাবত কালে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় অর্জন করে বিসিসিকে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছি। এক্ষেত্রে মেয়র হিসেবে সফলতা বা ব্যর্থতার হিসেব নিকেশের দায়িত্ব আমি নগরবাসীর উপরেই অর্পণ করলাম। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আজকের এই বাজেট যেন জনগণের কল্যাণে সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন হয়। আমি জনগনের জন্য দায়িত্ব পালনের সময় যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন অনাকাঙ্খিত কষ্টের জন্য ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করেছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের এ বাজেট বক্তৃতা এখানেই শেষ করেছি।

আমরাই গড়ব আগামীর বরিশাল,
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

S.S. Abedin

সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ্
মেয়র
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।

তারিখ: ২৩ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

আমরাই গড়বো আগামীর বরিশাল

"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

এক নজরে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট

মোট বাজেটের পরিমাণ
৪৪২,০৭,৭১,৩৮৭ টাকা

২২.৪৫% পরিবেশ উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন কাজ
বরাদ্দ ৯৭,৩৯,৩৯,৮৩৮ টাকা

২৭.৪৭% রাস্তা, ড্রেন, ব্রীজ কালভার্ট ও বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ পুনঃ নির্মাণ ও সংরক্ষণ
বরাদ্দ ১১৯,১৭,৪৯,০৬৪ টাকা

১৭.০৫% বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয়
বরাদ্দ ৭৩,৯৭,৬৭,০০৬ টাকা

১২.২৫% সম্মানী, বেতন, বোনাস ও অন্যান্য ভাতা
বরাদ্দ ৫৩,১৩,৬০,০০০ টাকা

৬.৪৭% খাল ও পুকুর সংরক্ষণ খাতে ব্যয়
বরাদ্দ ২৮,০৬,৭৭,০৩৫ টাকা

৪.৭৩% পানি সরবরাহ খাতে ব্যয়
বরাদ্দ ২০,৫১,৫০,০০০ টাকা

৩.৫০% বিদ্যুৎ খাতে ব্যয়
বরাদ্দ ১৫,২০,০০,০০০ টাকা

১.৯১% সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক ব্যয়
বরাদ্দ ৮,২৯,২৩,৫৬৫ টাকা

০.৩৯% কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বিভিন্ন ব্যয়
বরাদ্দ ১,৭০,০০,০০০ টাকা

১.১৪% স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়
বরাদ্দ ৪,৯৫,৬৭,০৮৮ টাকা

০.৫৬% আইসিটি খাতে ব্যয়
বরাদ্দ ২,৪৪,০০,০০০ টাকা

০.৪৫% প্রশাসনিক ও অফিস পরিচালনা ব্যয়
বরাদ্দ ১,৯৪,০০,০০০ টাকা

০.৬৯% পরিবহন খাতে ব্যয়
বরাদ্দ ২,৯৮,৫০,০০০ টাকা

০.৭৮% অন্যান্য ব্যয়
বরাদ্দ ৩,৩৯,৩১,০২০ টাকা

০.১৬% শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, তথ্য প্রযুক্তি খাতে ব্যয়
বরাদ্দ ৬৮,০০,০০০ টাকা

বাজেটে আয়ের উৎস

২৯.৯১% রাজস্ব আয় ১২৫,৪৫,৯৬,১৩৭ টাকা	২.৭৩% রাজস্ব খাতে সরকারি অনুদান ১১,৪৫,০০,০০০ টাকা
৮.৭০% উন্নয়ন খাতে সরকারি অনুদান ৩৬,৫০,০০,০০০ টাকা	৫৮.৬৬% সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প ২৪৬,০৪,৭৬,৭৯৬ টাকা

বিগত ৭ বছরের রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)

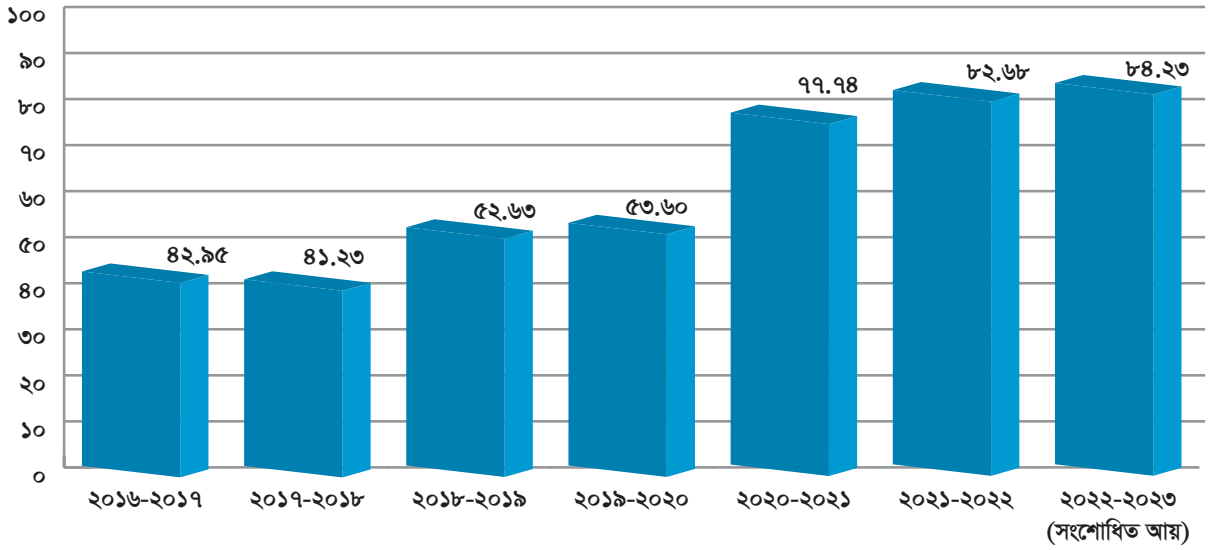

বাজেটে ব্যয় খাতসমূহের উৎস

- ৮৪,২৮,৩৭,৮২০ টাকা
- ৬৭,০২,০০,০০০ টাকা
- ৩৬,৫০,০০,০০০ টাকা
- ২৪৬,০৪,৭৬,৭৯৬ টাকা

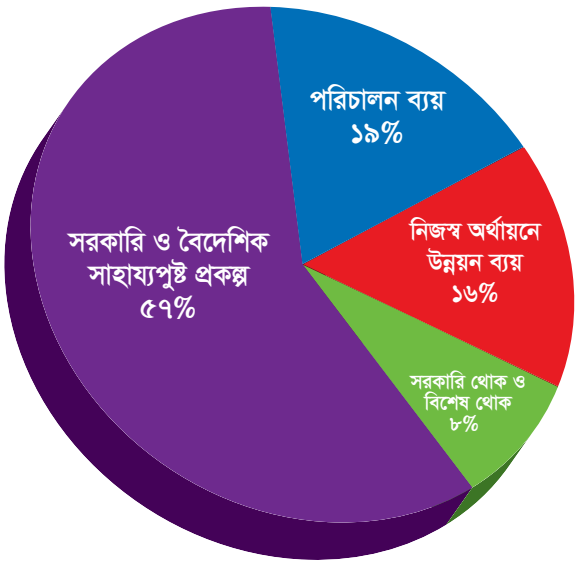

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
বরিশাল

এক নজরে বাজেট

অর্থ বছর ২০২৩-২৪

খাত	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩	প্রকৃত (জুলাই/২২ হইতে মার্চ/২৩)	প্রকৃত ২০২১-২০২২
প্রারম্ভিক স্থিতি	**২২৬,১৯৮,৪৫৪**	**৩৮৮,৪৩২,৩৩৪**	**৫১২,২০৯,৮০৫**	**৩৬৯,৫৩৩,৯৫৩**
আয়ঃ-				
রাজস্ব আয়	১,২৫৪,৫৯৬,১৩৭	৮৫৫,৩৬৬,২৪১	৬১৪,২৭৪,৯৮৯	৮২৮,৫০০,৫৮৮
সরকারি অনুদান (রাজস্ব)	১১৪,৫০০,০০০	৩৫,০৩৮,৪০০	২৬,৬৬৫,৮৫১	৫৬,২৪৭,০২৯
সরকারি অনুদান (উন্নয়ণ)	৩৬৫,০০০,০০০	১০৭,৪১২,৫০০	৩৫,৩৫০,০০০	৬৪,৭৯৯,৭৭১
সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প- *"পরিশিষ্ট-ক"*	২,৪৬০,৪৭৬,৭৯৬	৩৩৩,১৮৩,৮০৬	২৫১,৩২৪,৮৩৪	৩৭৫,৭৬৮,৪২৯
সর্বমোট আয়ঃ-	**৪,১৯৪,৫৭২,৯৩৩**	**১,৩৩১,০০০,৯৪৭**	**৯২৭,৬১৫,৬৭৪**	**১,৩২৫,৩১৫,৮১৭**
প্রারম্ভিক স্থিতিসহ সর্বমোট আয়ঃ	**৪,৪২০,৭৭১,৩৮৭**	**১,৭১৯,৪৩৩,২৮১**	**১,৪৩৯,৮২৫,৪৭৮**	**১,৬৯৪,৮৪৯,৭৭০**
ব্যয়ঃ-				
রাজস্ব ব্যয়ঃ-	৮৪২,৮৩৭,৮২০	৫২০,৭৩৪,৪৬৩	৩৬১,৬৩২,১৭০	৪৬৩,১৩২,৮১৪
উন্নয়ন ব্যয়ঃ-				
নিজস্ব অর্থায়নে	৬৭০,২০০,০০০	৫২২,৯৭১,২৫২	৪০৪,৭৭৫,২৭৩	৪১৯,০৫৮,৬৮৭
সরকারি থোক ও বিশেষ থোক	৩৬৫,০০০,০০০	৮১,১৮৮,৫২৫	৩০,৫৩৩,৪৮৭	৭৯,২২৪,৫৬৭
সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প- *"পরিশিষ্ট-ক"*	২,৪৬০,৪৭৬,৭৯৬	৩৬৮,৩৪০,৫৮৭	২৫৪,৪৫২,২১৪	২২১,২২৩,৮৯৮
মোট উন্নয়ন ব্যয়ঃ-	**৩,৪৯৫,৬৭৬,৭৯৬**	**৯৭২,৫০০,৩৬৪**	**৬৮৯,৭৬০,৯৭৪**	**৭১৯,৫০৭,১৫২**
সর্বমোট রাজস্ব ও উন্নয়ণ ব্যয়ঃ	**৪,৩৩৮,৫১৪,৬১৬**	**১,৪৯৩,২৩৪,৮২৭**	**১,০৫১,৩৯৩,১৪৪**	**১,১৮২,৬৩৯,৯৬৬**
সমাপনী স্থিতি	৮২,২৫৬,৭৭১	২২৬,১৯৮,৪৫৪	৩৮৮,৪৩২,৩৩৪	৫১২,২০৯,৮০৫
সমাপনী স্থিতিসহ সর্বমোট রাজস্ব ও উন্নয়ণ ব্যয়ঃ-	**৪,৪২০,৭৭১,৩৮৭**	**১,৭১৯,৪৩৩,২৮১**	**১,৪৩৯,৮২৫,৪৭৮**	**১,৬৯৪,৮৪৯,৭৭০**

বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ণ আয়ের সারাংশ

ক্রঃ নং	খাতসমূহ	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩	প্রকৃত আয় (জুলাই/২২ হইতে মার্চ/২৩)	প্রকৃত ২০২১-২০২২
বাজেটে রাজস্ব আয়ের সারাংশঃ					
(ক)	কর আদায় ও কর ধার্য শাখা	৬০৩,২৯৮,১১৪	৩৭৬,৩১৪,৫০২	২৮২,২৩৮,০৭৭	৩৪৮,৭৮১,৬৬৮
(খ)	বাজার ও স্টল শাখা	৪৪,৪৬২,৯৫০	৩৬,৪৪২,৯৫০	২২,৫২০,১৯৬	৩৭,৪৬৪,৫২৯
(গ)	বাণিজ্য শাখা	৫০,৬০০,০০০	৪৪,১০৫,০০০	৪১,১১৩,৬২৭	৪১,২১৮,২৪০
(ঘ)	যানবাহন লাইসেন্স শাখা	২৫,৫০১,৫৫০	৭,৪০০,০০০	১,১৬৮,৫০০	১৪,২৬৫
(ঙ)	বিজ্ঞাপণ শাখা	১১,০২০,৭৫০	৬,৮০০,০০০	৫,১৭৪,৪৯৬	৬,১৯৩,৭৭০
(চ)	পানি সরবরাহ বিভাগ	১১৪,৩০০,০০০	১০০,৩৮৩,৭২০	৬৯,৩২১,৮২৫	১১৫,৭৬০,৩৬৭
(ছ)	প্রকৌশল বিভাগ	৮,৩১৫,০০০	৬,৬৮২,২৫০	৫,২৪৯,৭৭১	৫,২৭৭,৯০৫
(জ)	প্লানিং সেল শাখা	৭৫,২০০,০০০	৬৯,১০০,০০০	৪৬,৩৫১,৫৭৭	৫৩,৩৪৬,৮৩৫
(ঝ)	পরিবহন শাখা	৪,৮০০,০০০	৪,২১২,৫৪৫	৩,৫৪৮,৫৯৯	৩,৮২৭,৫৬১
(ঞ)	সম্পত্তি শাখা	২৮৫,৯৩০,০০০	১৯৪,৮২৯,২০০	১৩১,১৬৮,৬৮২	১৪২,৪৭৩,৮১৩
(ট)	স্বাস্থ্য শাখা	১৩,৬৯০,০০০	৮,২৯৮,৩১৩	৫,৮৪২,১৯৭	৯,০১৪,৪৯০
(ঠ)	অন্যান্য রাজস্ব আয়	১৭,৪৭৭,৭৭৩	৭৯৭,৭৬১	৫৭৭,৪৪২	৬৫,১২৭,১৪৫
মোট রাজস্ব আয়ঃ-		**১,২৫৪,৫৯৬,১৩৭**	**৮৫৫,৩৬৬,২৪১**	**৬১৪,২৭৪,৯৮৯**	**৮২৮,৫০০,৫৮৮**
বিভিন্ন খাতে অনুদানঃ					
(ক)	রাজস্ব খাতে সরকারি অনুদান	১১৪,৫০০,০০০	৩৫,০৩৮,৪০০	২৬,৬৬৫,৮৫১	৫৬,২৪৭,০২৯
(খ)	উন্নয়ণ খাতে সরকারি অনুদান	৩৬৫,০০০,০০০	১০৭,৪১২,৫০০	৩৫,৩৫০,০০০	৬৪,৭৯৯,৭৭১
(গ)	সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প	২,৪৬০,৪৭৬,৭৯৬	৩৩৩,১৮৩,৮০৬	২৫১,৩২৪,৮৩৪	৩৭৫,৭৬৮,৪২৯
মোট অনুদান :		**২,৯৩৯,৯৭৬,৭৯৬**	**৪৭৫,৬৩৪,৭০৬**	**৩১৩,৩৪০,৬৮৫**	**৪৯৬,৮১৫,২২৯**
মোট রাজস্ব আয় ও অনুদানঃ-		**৪,১৯৪,৫৭২,৯৩৩**	**১,৩৩১,০০০,৯৪৭**	**৯২৭,৬১৫,৬৭৪**	**১,৩২৫,৩১৫,৮১৭**

বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ণ আয়ের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রঃ নং	খাতসমূহ	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩	প্রকৃত আয় (জুলাই/২২ হইতে মার্চ/২৩)	প্রকৃত ২০২১-২০২২
	রাজস্ব খাতে আয়ঃ				
(ক)	**কর আদায় ও কর ধার্য শাখাঃ-**	**৬০৩,২৯৮,১১৪**	**৩৭৬,৩১৪,৫০২**	**২৮২,২৩৮,০৭৭**	**৩৪৮,৭৮১,৬৬৮**
০১	কর (হোল্ডিং, পরিচ্ছন্নতা, লাইটিং ও পানি)	৬০০,৫১৭,২৫০	৩৭৩,৭৯৯,৭২৪	২৮০,৩৪৯,৭৯৩	৩৪৪,৪০৯,৬৫৮
০২	হোল্ডিং এর নাম পরিবর্তন ফি	২১০,০০০	২১০,০০০	১৬৭,২০০	১৪০,০০০
০৩	কর (মোবাইল টাওয়ার)	২,৫২০,৮৬৪	২,২৯৪,৭৭৮	১,৭২১,০৮৪	৪,২৩২,০১০
০৪	প্রমোদ কর	৫০,০০০	১০,০০০	-	-
(খ)	**বাজার ও স্টল শাখাঃ-**	**৪৪,৪৬২,৯৫০**	**৩৬,৪৪২,৯৫০**	**২২,৫২০,১৯৬**	**৩৭,৪৬৪,৫২৯**
০১	স্টলের সেলামী	৫,০০০,০০০	৫,৬০০,০০০	৪,৭১৬,৮০২	৩,৫০৩,৮০৮
০২	স্টল ভাড়া	৩০,০০০,০০০	২১,৫০০,০০০	১৬,৪৮২,৪৫৮	১৬,৫৪৮,১২০
০৩	বাস/ট্রাক টার্মিনাল ইজারা	৩,০০০,০০০	৩,০০০,০০০	-	২,৬৮৬,৮৯৯
০৪	হাট-বাজার, গরুর হাট ইজারা	৫,০০০,০০০	৫,০০০,০০০	৬৭৭,৪৩৬	১৩,২২১,৮২৭
০৫	পুকুর,পাবলিক টয়লেট , খেয়াঘাট ইত্যাদি ইজারা	১,০০০,০০০	৯৩৫,০০০	৬৪৩,৫০০	১,০৮০,৯২৫
০৬	প্লানেট পার্ক ইজারা	৩০২,৯৫০	৩০২,৯৫০	-	৩০২,৯৫০
০৭	কশাইখানা ইজারা	১১০,০০০	১০৫,০০০	-	১২০,০০০
০৮	বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনী থেকে ফি আদায়	৫০,০০০	-	-	-
(গ)	**বাণিজ্য শাখাঃ-**	**৫০,৬০০,০০০**	**৪৪,১০৫,০০০**	**৪১,১১৩,৬২৭**	**৪১,২১৮,২৪০**
০১	ট্রেড লাইসেন্স ফি, সাইনবোর্ড ফি ও ট্রেড লাইসেন্স বই বাবদ	৫০,০০০,০০০	৪৩,৬৫০,০০০	৪০,৭১৫,৪২৭	৪০,৭০৩,৬৯০
০২	ট্রেড লাইসেন্স ফরম বিক্রি বাবদ	৬০০,০০০	৪৫৫,০০০	৩৯৮,২০০	৫১৪,৫৫০
(ঘ)	**যানবাহন লাইসেন্স শাখাঃ-**	**২৫,৫০১,৫৫০**	**৭,৪০০,০০০**	**১,১৬৮,৫০০**	**১৪,২৬৫**
০১	যানবাহন লাইসেন্স ফি	২৫,৫০১,৫৫০	৭,৪০০,০০০	১,১৬৮,৫০০	১৪,২৬৫
(ঙ)	**বিজ্ঞাপণ শাখাঃ-**	**১১,০২০,৭৫০**	**৬,৮০০,০০০**	**৫,১৭৪,৪৯৬**	**৬,১৯৩,৭৭০**
০১	বিজ্ঞাপণ/সাইন বোর্ড	১১,০২০,৭৫০	৬,৮০০,০০০	৫,১৭৪,৪৯৬	৬,১৯০,৬৭০
(চ)	**পাণি সরবরাহ বিভাগঃ-**	**১১৪,৩০০,০০০**	**১০০,৩৮৩,৭২০**	**৬৯,৩২১,৮২৫**	**১১৫,৭৬০,৩৬৭**
০১	পানির বিল আদায়	৬৭,৫০০,০০০	৬৯,৮২০,০৪০	৪৩,৪৭৯,৮৬৬	৫০,০৪৯,১১০
০২	বকেয়া পানির বিল আদায়	৩১,০০০,০০০	১২,০০৪,১৯৬	১১,০৯৩,৮৫৬	৪১,২৯৫,৩১৬
০৩	সারচার্জ	৩,১০০,০০০	৯৭৬,২১১	৮৯০,০৭৭	২,৫৭২,৫৩১
০৪	নতুন সংযোগ বাবদ	৭,২০০,০০০	৬,৩২৪,০০০	৪,৯২০,০০০	৭,৪৩১,০০০
০৫	পানি শাখার ফরম বিক্রি	৪০০,০০০	৪৮৮,৫০০	৩৯৯,৫০০	৬০৫,০০০
০৬	পানির সংযোগ এর নামপত্তন	৪০০,০০০	৪০৮,৫০০	৩২৫,০০০	৪৬৬,৫০০

বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ণ আয়ের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রঃ নং	খাতসমূহ	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩	প্রকৃত আয় (জুলাই/২২ হইতে মার্চ/২৩)	প্রকৃত ২০২১-২০২২
০৭	ডায়া পত্তন	৫০০,০০০	৭৯৬,০০০	৬৩৭,৫০০	১,৩১০,০০০
০৮	শিপ্টিং	১০০,০০০	২৩,৭০০	১৮,৯৬০	৩৫,৭৫০
০৯	ওয়াশিং	১০,০০০	৬,৮১৭	৬,৮১০	২,২৭০
১০	গাড়ীতে পানি সরবরাহ	২০,০০০	৪,০০০	৩,৫০০	৮,০০০
১১	গভীর নলকূপের অনুমতি ফি	৪,০০০,০০০	৯,৪২০,০০০	৭,৪৮৫,০০০	১১,৭২০,০০০
১২	পানি শাখার আর্থিক ক্ষতিপূরণ	৫০,০০০	১০৪,৯৪৬	৫৪,৯৪৬	২৬০,০০০
১৩	সড়ক খনন ফি/নিজ খরচে পাণি নিস্কাশন পাইপ স্থাপণ	২০,০০০	৬,৮১০	৬,৮১০	৪,৮৯০
(ছ)	**প্রকৌশল বিভাগঃ-**	**৮,৩১৫,০০০**	**৬,৬৮২,২৫০**	**৫,২৪৯,৭৭১**	**৫,২৭৭,৯০৫**
০১	রাস্তা কর্তনের ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য ক্ষতিপূরণ	৫,০০০,০০০	৪,০৩৪,১৫০	৩,৫৪২,১৭১	২,৮৬৫,৩০৫
০২	প্লাণ ফরম	১,৫০০,০০০	১,৪৩৫,৫০০	১,০৯২,০০০	৮৩৭,০০০
০৩	জামানত ফরম	১০০,০০০	৭১,০০০	৬০,৫০০	৯৩,৫০০
০৪	সময় বৃদ্ধি ফরম	১০,০০০	৫,০০০	৪,০০০	৩,৫০০
০৫	কারিগরি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ফরম	৩৫,০০০	৩,০০০	৩,০০০	৪৩,০০০
০৬	কারিগরি প্রকৌশলী (ব্যক্তি) নিবন্ধন ফরম	২০,০০০	-	-	১৬,৫০০
০৭	অনাপত্তি সনদ	১০০,০০০	৮৯,৬০০	৭৩,৬০০	১৩৫,৪০০
০৮	প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন ও নবায়ন	৩৫০,০০০	২৪৪,০০০	২৪৪,০০০	২৫৫,০০০
০৯	পুরাতন অকেজো/স্যালভেজ মালামাল বিক্রয়	১০০,০০০	-	-	২১১,২০০
১০	টেন্ডার ফরম (সিডিউল) বিক্রি	১,০০০,০০০	৮০০,০০০	২৩০,৫০০	৮১৭,৫০০
১১	ঠিকাদার লাইসেন্স তালিকা ভূক্তি ফি/নবায়ণ	১০০,০০০	-	-	-
(জ)	**প্লাণিং সেল শাখাঃ-**	**৭৫,২০০,০০০**	**৬৯,১০০,০০০**	**৪৬,৩৫১,৫৭৭**	**৫৩,৩৪৬,৮৩৫**
০১	ইমারত নির্মাণ/পুনঃনির্মানের নকশা অনুমোদন ফিস	৬০,২০০,০০০	৫৬,০০০,০০০	৩৫,৭৮৫,০৯৫	৪৬,২১২,১৪৯
০২	জমি ব্যবহারের ছাড়পত্র ফি (এল.ইউ.সি)	১৫,০০০,০০০	১৩,১০০,০০০	১০,৫৬৬,৪৮২	৭,১৩৪,৬৮৬
(ঝ)	**পরিবহন শাখাঃ-**	**৪,৮০০,০০০**	**৪,২১২,৫৪৫**	**৩,৫৪৮,৫৯৯**	**৩,৮২৭,৫৬১**
০১	রোড রোলার, মিক্সিং প্লান্ট ও ডাম্প ট্রাক ভাড়া বাবদ আয়	৪,৮০০,০০০	৪,২১২,৫৪৫	৩,৫৪৮,৫৯৯	৩,৮২৭,৫৬১
(ঞ)	**সম্পত্তি শাখাঃ-**	**২৮৫,৯৩০,০০০**	**১৯৪,৮২৯,২০০**	**১৩১,১৬৮,৬৮২**	**১৪২,৪৭৩,৮১৩**
০১	সম্পত্তি হস্তান্তর কর	২৫০,০০০,০০০	১৬০,৬৭৩,৫০০	১২৫,৪৪২,২১৯	১৩৬,৪৭৩,০৩৮
০২	জমি পরিমাপের সার্ভেয়ার ফি	৩০,০০০	২৭,০০০	২৫,০০০	৬৮,০০০
০৩	কাউনিয়া হাউজিং জমি বিক্রয়ের অনাপত্তি/ দলিলের বিলম্ব ফি	৯০০,০০০	৮৪৫,২০০	৫৫৯,৮১৩	৮০২,৭৭৫
০৪	কাউনিয়া হাউজিং এর প্লট বিক্রয়	৩৫,০০০,০০০	৩৩,২৮৩,৫০০	৫,১৪১,৬৫০	৫,১৩০,০০০

বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ণ আয়ের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রঃ নং	খাতসমূহ	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩	প্রকৃত আয় (জুলাই/২২ হইতে মার্চ/২৩)	প্রকৃত ২০২১-২০২২
(ট)	**স্বাস্থ্য বিভাগঃ-**	**১৩,৬৯০,০০০**	**৮,২৯৮,৩১৩**	**৫,৮৪২,১৯৭**	**৯,০১৪,৪৯০**
০১	হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বর্জ্য অপসারন ফি	৩,৫৪০,০০০	৬১৮,০৫০	৮২,০০০	-
০২	প্রিমিসেস স্যানিটারী লাইসেন্স	১,৯০০,০০০	১,৬৩৩,১৬৩	১,২২৪,৮৭২	১,৫৯৩,১৭০
০৩	বিবাহ , জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সনদ	২,০০০,০০০	১,৩৬৩,৭৬৭	১,০২২,৮২৫	১,৬৪৬,০৭০
০৪	স্কুল, কোচিং , ডায়াগণস্টিক সেন্টার, ক্লিনিক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এর নিবন্ধন ফি/নবায়ণ	৬,১০০,০০০	৪,৫৯০,০০০	৩,৪৪২,৫০০	৫,৬৩৬,২৫০
০৫	কোচিং , ডায়াগণস্টিক সেন্টার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এর নিবন্ধন ফরম বাবদ	১৫০,০০০	৯৩,৩৩৩	৭০,০০০	১৩৯,০০০
(ঠ)	**অন্যান্য রাজস্ব আয়ঃ-**	**১৭,৪৭৭,৭৭৩**	**৭৯৭,৭৬১**	**৫৭৭,৪৪২**	**৬৫,১২৭,১৪৫**
০১	কমিউনিটি সেন্টার , টাউন হল , ঢাকা লিয়াজো অফিস ও আমানতগঞ্জ স্টাফ কোয়াটার ভাড়া	২৫০,০০০	১৬,৫০০	৭,৫০০	-
০২	গৃহ নির্মাণ/সাইকেল ও মটর সাইকেল ঋণ (প্রদত্ত ঋণ ফেরত)	২৫০,০০০	-	-	-
০৩	বদলী জমা	১৫,০০০,০০০	-	-	৬১,৬২৯,৩৬৭
০৪	বিবিধ	১,৪৭৭,৭৭৩	৩৭৯,২৫০	৩৭৮,৭৪২	১৭৫,০০০
০৫	প্রাপ্ত সুদ	৫০০,০০০	৪০২,০১১	১৯১,২০০	৩,৩২২,৭৭৮
সর্ব মোট রাজস্ব আয় (ক থেকে ঠ) ক্রমিকের যোগফল (১):-		**১,২৫৪,৫৯৬,১৩৭**	**৮৫৫,৩৬৬,২৪১**	**৬১৪,২৭৪,৯৮৯**	**৮২৮,৫০০,৫৮৮**
রাজস্ব খাতে সরকারি অনুদান (২):-		**১১৪,৫০০,০০০**	**৩৫,০৩৮,৪০০**	**২৬,৬৬৫,৮৫১**	**৫৬,২৪৭,০২৯**
০১	নগর শুল্কের পরিবর্তে সাহায্য মঞ্জুরী	৩০,০০০,০০০	১৪,২৮৬,০০০	১০,৭১৪,৫০০	১১,০৭২,০০০
০২	ভিটামিন এ + ক্যাম্পেইন, জাতীয় টিকা দিবস, হাম রুবেলা ও কৃমিনাশক কর্মসূচি	৪,০০০,০০০	৩,৭৪২,৪০০	৩,১২৪,৩৫১	২,৩৯৮,৬৪৩
০৩	প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা খাতে সরকারি অনুদান	৭,৫০০,০০০	২,৪৭০,০০০	১,৮৫২,০০০	-
০৪	কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকারি অনুদান	৫০,০০০,০০০	১৪,০০০,০০০	১০,৫০০,০০০	৪১,০১১,৩৮৬
০৫	জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা বাবদ	৩,০০০,০০০	৫৪০,০০০	৪৭৫,০০০	৭৬৫,০০০
০৬	কর্মহীন দুস্থ্য ও অসহায় পরিবারের শিশুদের জন্য মানবিক সহায়তা/শীতবস্ত্র প্রদান।	১০,০০০,০০০	-	-	১,০০০,০০০
০৭	পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে দরিদ্র ও দুঃস্থ পরিবারের জন্য মানবিক সহায়তা	১০,০০০,০০০	-	-	-
উন্নয়ণ খাতে সরকারি অনুদান (৩):-		**৩৬৫,০০০,০০০**	**১০৭,৪১২,৫০০**	**৩৫,৩৫০,০০০**	**৬৪,৭৯৯,৭৭১**
০১	সরকারি অনুদান (থোক)	১৮০,০০০,০০০	৪৫,৮৬২,৫০০	২৯,১০০,০০০	৪৫,১৯২,০০০
০২	মশক নিধন ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম	৫০,০০০,০০০	১১,২৫০,০০০	৬,২৫০,০০০	১৯,৫০০,০০০
০৩	খাল খনন ও সংস্কার এবং পরিচ্ছন্নতা	৩০,০০০,০০০	-	-	১০৭,৭৭১
০৪	সরকারি বিশেষ অনুদান	১০৫,০০০,০০০	৫০,৩০০,০০০	-	-
সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প (৪) - "পরিশিষ্ট-ক"		২,৪৬০,৪৭৬,৭৯৬	৩৩৩,১৮৩,৮০৬	২৫০,৮০০,০০০	২২১,২২৩,৮৯৮
সর্বমোট আয় (১+২+৩+৪):-		**৪,১৯৪,৫৭২,৯৩৩**	**১,৩৩১,০০০,৯৪৭**	**৯২৭,০৯০,৮৪০**	**১,১৭০,৭৭১,২৮৬**

বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ণ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রঃ নং	খাতসমূহ	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩	প্রকৃত ব্যয় (জুলাই/২২ হইতে মার্চ/২৩)	প্রকৃত ২০২১-২০২২
বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ের সারাংশঃ-					
(ক)	সম্মানী , বেতন, বোনাস ও অন্যান্য ভাতা	৫৩১,৩৬০,০০০	৪০৫,৬২৯,৫৪৭	২৮৪,১২৩,১৫৭	৩৪৯,৭০১,৯১৯
(খ)	প্রশাসনিক ও অফিস পরিচালণ ব্যয়	১৪,০০০,০০০	৯,২৯৬,৯৫০	৬,৪৯৬,৪৮৩	৮,৪২২,৪৭২
(গ)	মনিহারী ও আনুসঙ্গিক ব্যয়	৫,৪০০,০০০	৪,৮৪২,৮০০	২,৫২৬,০২২	৩,৬০৭,৭৪৮
(ঘ)	বর্জ্য ব্যবস্থাপণা খাতে ব্যয়	৩২,২০০,০০০	১৯,২৫৯,২০০	১৪,১৭৪,৭২৫	১৪,৩৯১,৩৬৫
(ঙ)	স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়	৭,৬৪৬,৮০০	১,৫৫৮,৬০০	১,৫৫৮,৫৭৯	১,২৯৯,৮৮৯
(চ)	কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বিভিন্ন ব্যয়	১৭,০০০,০০০	১০,৫০০,০০০	৬৬০,০৫৯	২৪,১১৮,৫৯০
(ছ)	সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক ব্যয়	৫৮,৬০০,০০০	২০,৪৫২,৬৫৩	১৬,৯২৮,২৯১	৩৫,৯৩০,০৮৭
(জ)	পাণি সরবরাহ খাতে ব্যয়	৩,০৫০,০০০	২,৬৯৪,৯২৮	২,৬৯৪,৯২৮	১,৯৭১,৭৫২
(ঝ)	বিদ্যুৎ খাতে ব্যয়	১০৩,০০০,০০০	১৭,৬৩১,৯৩০	১১,৩৯১,৯৬১	২,২১৬,১১৬
(ঞ)	পরিবহন খাতে ব্যয়	২৯,৮৫০,০০০	২২,৬৪৭,৬৫৫	১৬,১৮০,১১১	১৫,০১৩,৮১২
(ট)	শিক্ষা,সংস্কৃতি,খেলাধুলা,তথ্য প্রযুক্তি খাতে ব্যয়	৬,৮০০,০০০	৩,৮৮৫,৩৭০	৩,৫৫৮,০৮৩	১,২৪০,২২৫
(ঠ)	বিবিধ	৩৩,৯৩১,০২০	২,৩৩৪,৮৩০	১,৩৩৯,৭৭১	৫,২১৮,৮৩৯
মোট রাজস্ব ব্যয়ঃ-		**৮৪২,৮৩৭,৮২০**	**৫২০,৭৩৪,৪৬৩**	**৩৬১,৬৩২,১৭০**	**৪৬৩,১৩২,৮১৪**
বাজেটে অবকাঠামো উন্নয়ণ খাতে ব্যয়ের সারাংশঃ-					
(ক)	নিজস্ব অর্থায়নে	৬৭০,২০০,০০০	৫২২,৯৭১,২৫২	৪০৪,৭৭৫,২৭৩	৪১৩,৯০৭,৬৪৯
(খ)	সরকারি থোক ও বিশেষ থোক	৩৬৫,০০০,০০০	৮১,১৮৮,৫২৫	৩০,৫৩৩,৪৮৭	৭৯,২২৪,৫৬৭
(গ)	সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প	২,৪৬০,৪৭৬,৭৯৬	৩৬৮,৩৪০,৫৮৭	২৫৪,৪৫২,২১৪	২২১,২২৩,৮৯৮
মোট উন্নয়ন ব্যয়ঃ-		**৩,৪৯৫,৬৭৬,৭৯৬**	**৯৭২,৫০০,৩৬৪**	**৬৮৯,৭৬০,৯৭৪**	**৭১৪,৩৫৬,১১৪**
মোট রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়ঃ-		**৪,৩৩৮,৫১৪,৬১৬**	**১,৪৯৩,২৩৪,৮২৭**	**১,০৫১,৩৯৩,১৪৪**	**১,১৭৭,৪৮৮,৯২৮**

বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রঃ নং	খাতসমূহ	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩	প্রকৃত ব্যয় (জুলাই/২২ হইতে মার্চ/২৩)	প্রকৃত ২০২১-২০২২
(ক)	**সম্মানী , বেতন, বোনাস ও অন্যান্যভাতা**	**৫৩১,৩৬০,০০০**	**৪০৫,৬২৯,৫৪৭**	**২৮৪,১২৩,১৫৭**	**৩৪৯,৭০১,৯১৯**
০১	মাননীয় মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দের সম্মানী ভাতা	২৫,৬০০,০০০	২৫,১০৫,২৭৬	১৮,৭২৭,০০০	২৪,০৮৭,৩৪৮
০২	মাননীয় মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দের সম্মানী ভাতার আয়কর	১,৮০০,০০০	১,৭৪৯,৫১২	১,৩০৪,১২৫	১,৭৬৩,৬৮৪
০৩	প্রেষণ কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা	২,৫০০,০০০	২,০৮৬,৩৭৬	১,৪৬১,৪৪৬	২,০০০,১০০
০৪	নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা	১৫০,০০০,০০০	১৩৫,৯৮৮,৪৫৪	১০৩,৮০১,০৯৬	১২০,৩১২,৬১৮
০৫	অস্থায়ী স্কেলভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী, চুক্তিভিত্তিক ও মাস্টাররোল কর্মচারীদের বেতন ভাতা	১৮,০০০,০০০	১১,২২১,৭৭৪	৭,৮৪৬,৫৭৫	১৫,৩৮২,৫০৭
০৬	দৈনিক মজুরীভিত্তিক শ্রমিক, ঝাড়ুদারদের মজুরী	১৮০,০০০,০০০	১৬৬,৩৬৭,৭৩৪	১২৩,১২১,১০৫	১৪৬,৬১১,৬৮০
০৭	দৈনিক মজুরীভিত্তিক শ্রমিক,ঝাড়ুদারদের উৎসব ভাতা	২৪,০০০,০০০	২২,৮৩৫,৪০০	৭,৯৩১,১০০	১৪,৭৯০,১৮৩
০৮	দৈনিক মজুরীভিত্তিক শ্রমিক,ঝাড়ুদারদের ইফতার ভাতা	১,৫০০,০০০	১,৩০৯,০০০	-	-
০৯	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনের আয়কর	৭০০,০০০	৪৬৯,৬৯৬	৩৮৬,৭৬২	৪০২,২৩১
১০	বোনাস , শ্রান্তি বিনোদন ও নববর্ষ ভাতা	৩০,০০০,০০০	২৪,৪৬৪,২৩৬	৮,৫৬০,৬৭১	২২,৯৮৫,২৪৪
১১	সি. পি. এফ.	৪৫,০০০,০০০	১১,৭৬৩,৪৮৯	৯,০৪৭,৩২২	-
১২	অবসরপ্রাপ্তদের লামগ্রান্ড ও আনুতোষিক	৪০,০০০,০০০	৫৪৯,৩৪৭	৫৪৯,৩৪৭	২৪৪,৬৩৫
১৩	বকেয়া বেতন ও জাতীয় বেতন স্কেল/মহার্ঘভাতা বাস্তবায়ন বাবদ	১০,০০০,০০০	২৪৮,৭৭৩	২৪৮,৭৭৩	১৬১,৭০১
১৪	মাননীয় মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দের ভ্রমণ ও যাতায়াতের বিল	৬০০,০০০	৬৯,৬১২	৩৯,৬৭৬	-
১৫	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভ্রমণ ও যাতায়াতের বিল	১,০০০,০০০	৮০৮,৮৬৮	৬৪১,১৫৯	৪৬৬,৯৮৮
১৬	আইনজীবিদের সম্মানী	৬০০,০০০	৫৪০,০০০	৪১৮,৫০০	৪৪১,০০০
১৭	আইনজীবিদের সম্মানীর আয়কর	৬০,০০০	৫২,০০০	৩৮,৫০০	৫২,০০০
(খ)	**প্রশাসনিক ও অফিস পরিচালণ ব্যয়**	**১৪,০০০,০০০**	**৯,২৯৬,৯৫০**	**৬,৪৯৬,৪৮৩**	**৮,৪২২,৪৭২**
০১	আইনজীবিদের ফি (মামলা পরিচালনা)	৬০০,০০০	৫১৬,৬৬৬	৪১৬,৬৬৫	৮৬,৪৮৮
০২	প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন সংস্থার চাঁদা	১০০,০০০	-	-	-
০৩	সিটিনেট/আই.সি.এল.ই.আই.ও. এর চাঁদা ও আনুসাঙ্গিক	২০০,০০০	-	-	-
০৪	কনসালটেন্সি/জরিপ পরিচালনা ফি ও ভেজাল খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ	১,২০০,০০০	১,০১৪,৩৫৪	৩৮৩,৩৩৫	১,৭১৮,০০২
০৫	ঈদগাঁহ সংস্কার,গেট ও প্যান্ডেল	৭০০,০০০	৬৫৪,৭০০	৬৫৪,৭০০	৬৭৬,৬৬১
০৬	বিভিন্ন জাতীয় উৎসবে আলোকসজ্জা	৫০০,০০০	৩২১,৯০০	৮৭,৮৪০	৪৪৬,৫২০

বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রঃ নং	খাতসমূহ	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩	প্রকৃত ব্যয় (জুলাই/২২ হইতে মার্চ/২৩)	প্রকৃত ২০২১-২০২২
০৭	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি, রিভিউ বোর্ড,নিয়োগ বোর্ড মোবাইল কোর্ট/উচ্ছেদ/ভেজাল বিরোধী অভিযান এর সম্মানী	৩০০,০০০	৪৪,৫০০	৪৪,৫০০	৩৮৬,৮৬৫
০৮	বিভিন্ন দিবসে ফুল ক্রয়	৮০০,০০০	৬৬২,২৬৮	৬৬২,২৬৮	৫৭৭,৮৫৯
০৯	আতিথেয়তা/আপ্যায়ন/উৎসব	৫,০০০,০০০	৪,৮৪৭,০৯৪	৩,২৩৮,৯৩৯	২,৮৩২,১৯৭
১০	সংবর্ধণা/শোকসভা	৫০০,০০০	৩৩০,৯৫২	৩৩০,৯৫২	১,২২৬,৬৯১
১১	বিজ্ঞাপণ, খবরের কাগজ ও মাইক প্রচার	১,২০০,০০০	৯০৪,৫১৬	৬৭৭,২৮৪	৪৭১,১৮৯
১২	বিভিন্ন বিভাগ/শাখার কর্মচারীদের সরকারি ছুটির দিনের ও অন্যান্য ছুটির দিনের অতিরিক্ত কাজের পারিশ্রমিক	২,০০০,০০০	-	-	-
১৩	সিটিজেন চার্টার, উন্নয়ন মেলা সহ অন্যান্য মেলা	১০০,০০০	-	-	-
১৪	ঢাকায় অবস্থিত বি.সি.সি. এর লিঁয়াজো অফিসের ব্যবস্থাপণা ব্যয় ও সংস্কার কাজ।	৮০০,০০০	-	-	-
(গ)	**মনিহারী ও আনুসঙ্গিক ব্যয়ঃ-**	**৫,৪০০,০০০**	**৪,৮৪২,৮০০**	**২,৫২৬,০২২**	**৩,৬০৭,৭৪৮**
০১	মনিহারী ও ক্রোকারিজ মালামাল	২,০০০,০০০	১,৬৮২,১৩৩	৮৯৮,৯৩৮	১,৫২১,৫১৭
০২	ফরম রেজিস্টার , মুদ্রন ও বাঁধাইসহ অন্যান্য	১,৬০০,০০০	১,৫৫৭,৯৮০	১,৫৩৭,৪৫৫	১,৫৮৭,৪৮০
০৩	আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত	১,৫০০,০০০	১,৩৫২,৬৮৭	৮৯,৬২৯	৪৯৮,৭৫১
০৪	রিক্সা,ভ্যান ও অন্যান্য যানবাহনের টোকেন	৩০০,০০০	২৫০,০০০	-	-
(ঘ)	**বর্জ্য ব্যবস্থাপণা খাতে ব্যয়**	**৩২,২০০,০০০**	**১৯,২৫৯,২০০**	**১৪,১৭৪,৭২৫**	**১৪,৩৯১,৩৬৫**
০১	মশক নিধনের জন্য কীটনাশক ক্রয়	১৮,০০০,০০০	১৫,৩৯২,১৩৪	১১,৬৭১,৫৩০	৯,২৯৭,৯৯০
০২	ফগার/হুইল/স্প্রে মেশিন ক্রয় ও মেরামত	১,০০০,০০০	২৩২,৩০০	২৩২,৩০০	-
০৩	কর্মচারী ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের পোষাক , জ্যাকেট,ছাতা ও জুতা ইত্যাদি ক্রয়	২,০০০,০০০	৩০০,৬৪৬	৩০০,৬৪৬	২,২৭৮,৯৮৩
০৪	ব্লিচিং পাউডার/কেমিক্যাল ক্রয়	৫০০,০০০	২৫০,০০০	-	৩৮৬,১৬০
০৫	কুকুর নিয়ন্ত্রণ ও ভ্যাকসিন প্রাণী ব্যবস্থাপণা এবং লজিস্টিক আনয়ন	২০০,০০০	-	-	-
০৬	পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে নির্দিষ্ট স্থানে পশু জবাই করণের ব্যয়	৩০০,০০০	-	-	-
০৭	পরিচ্ছন্নতা/ বনায়ন শাখার শাখার হাতট্রলি, ভ্যানবক্স,ঠেলাগাড়ীসহ বিভিন্ন প্রযোজনীয় মালামাল ক্রয় ও মেরামত	৮,২০০,০০০	৩,০৮৪,১২০	১,৯৭০,২৪৯	২,৪২৮,২৩২
০৮	খোয়াড় নির্মাণ ও মেরামত	৫০০,০০০	-	-	-
০৯	ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে পরিচ্ছন্নতা এবং বিশেষ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম	৫০০,০০০	-	-	-
১০	বিশেষ/জরুরী পরিচ্ছন্নতা কাজ (অতিবৃষ্টি,জলোচ্ছাস,খাল পরিস্কার, গভীর ড্রেনের স্লাচ অপসারণ)	১,০০০,০০০	-	-	-

বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রঃ নং	খাতসমূহ	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩	প্রকৃত ব্যয় (জুলাই/২২ হইতে মার্চ/২৩)	প্রকৃত ২০২১-২০২২
(ঙ)	**স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়**	**৭,৬৪৬,৮০০**	**১,৫৫৮,৬০০**	**১,৫৫৮,৫৭৯**	**১,২৯৯,৮৮৯**
০১	টিকাবীজ পরিবহন পোর্টার চার্জ	৬৪৬,৮০০	-	-	৩৩০,০০০
০২	জাতীয় টিকা দিবস ও ভিটামিন এ+, কৃমিনাশক ও হাম রুবেলা ক্যাম্পেইন কার্যক্রম	৪,০০০,০০০	৪০৯,০২০	৪০৮,৯৯৯	৯৬৯,৮৮৯
০৩	জন্ম নিবন্ধন কর্মসূচি	৩,০০০,০০০	১,১৪৯,৫৮০	১,১৪৯,৫৮০	
(চ)	**কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বিভিন্ন ব্যয়**	**১৭,০০০,০০০**	**১০,৫০০,০০০**	**৬৬০,০৫৯**	**২৪,১১৮,৫৯০**
০১	করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় জরুরী ত্রাণ সামগ্রী ক্রয়, বিতরন ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যয়	-	-	-	১৪,৮৪৮,৬৬০
০২	কোভিড-১৯ এর টিকা কার্যক্রম	২,০০০,০০০	-	-	-
০৩	কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বিভিন্ন কার্যক্রম	১৫,০০০,০০০	১০,৫০০,০০০	৬৬০,০৫৯	৯,২৬৯,৯৩০
(ছ)	**সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক ব্যয়**	**৫৮,৬০০,০০০**	**২০,৪৫২,৬৫৩**	**১৬,৯২৮,২৯১**	**৩৫,৯৩০,০৮৭**
০১	মসজিদ , মাদ্রাসা,মন্দির,গীর্জা ও বিদ্যালয়ে আর্থিক অনুদান	৮,০০০,০০০	১৭৭,৫০০	১৭৭,৫০০	৫,২০০,০২৯
০২	মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের মাসিক অনুদান	৮,০০০,০০০	৬,০১৭,০০০	৪,৫২০,০০০	৫,৪৫৫,০০০
০৩	পুরোহিতদের মাসিক অনুদান	১,০০০,০০০	৮৬০,০০০	৭৪৪,০০০	-
০৪	গীর্জার পাষ্টর,পুরোহিত,	২০০,০০০	১৮০,০০০	১৫৬,০০০	-
০৫	প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা,দুর্ঘটনা ও অগ্নিকান্ড)	৮০০,০০০	৯০,২৫০	৯০,১৮১	-
০৬	সমাজ কল্যানমূলক কার্যক্রম/দুঃস্থদের শাড়ী এবং শীতবস্ত্র প্রদান	৫,০০০,০০০	৩০৭,৫১৮	৩০৭,৫১৮	২,৬১৭,১২২
০৭	দারিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি এবং আর্থিক অনুদান	৪০০,০০০	-	-	৪০,০০০
০৮	শিশুদের জন্য অনুদান ও পুর্নবাসন	১৫০,০০০	-	-	-
০৯	পবিত্র ঈদুল ফিতর,ঈদুল আযহা,দুর্গাপূজা (পূজামন্ডপ) ও বড় দিনের জন্য আর্থিক অনুদান	২,০০০,০০০	১,১১০,০০০	১,১১০,০০০	৯২৫,০০০
১০	কর্পোরেশনের গুরুতর অসুস্থ কাউন্সিলর, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আর্থিক সহায়তা	২,৫০০,০০০	-	-	২,১৫০,০০০
১১	গরীব দুঃখীদের আর্থিক সাহায্য	২০,০০০,০০০	৮,০১৫,০০০	৭,৫১৫,০০০	১৪,২৫০,০০০

বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রঃ নং	খাতসমূহ	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩	প্রকৃত ব্যয় (জুলাই/২২ হইতে মার্চ/২৩)	প্রকৃত ২০২১-২০২২
১২	সম্মানিত অসচ্ছল ঈমাম,মূয়াজ্জিন, মুক্তিযোদ্ধা এবং সাংবাদিকদের আর্থিক সহায়তা	২,০০০,০০০	৩৪৯,৭৯৮	৩৪৯,৭৯৮	১,৪০০,০০০
১৩	শিশু বান্ধব নগরী গড়া ও অবহেলিত নারীদের অধিকার সংরক্ষণ কার্যক্রম	২৫০,০০০	-	-	-
১৪	হুইল চেয়ার ক্রয়	১৫০,০০০	১৫,৭০৪	১৫,৭০৪	৬৮,৩০০
১৫	অন্ধ ও প্রতিবন্ধীদের কল্যান ফান্ড	৪৫০,০০০	২৪৮,৫০০	১৪২,০০০	৩৯৬,০০০
১৬	সিটি কর্পোরেশনের মৃতঃ শ্রমিক ও ঝাড়ুদারদের পরিবারকে এবং ৭০ উর্ধ্বে বয়োজ্যেষ্ঠ কার্যত অক্ষম শ্রমিক ও ঝাড়ুদারদেরকে এককালীন টাকা পরিশোধ	২,০০০,০০০	১,০০০,০০০	৮০০,০০০	১,৩০০,০০০
১৭	ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে ফ্রি বাস সার্ভিস যাত্রী ছাওনী ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।	২,০০০,০০০	১,০০০,৫৯০	১,০০০,৫৯০	১,৩২০,৪০১
১৮	হাট বাজার ইজারা হতে ৫% ৭-এল.আর. ও ৪% মুক্তিযোদ্ধা খাতে	১,২০০,০০০	১,০৮০,৭৯৩	-	৮০৮,২৩৫
১৯	বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ	১,০০০,০০০	-	-	-
২০	অবৈধ স্থাপণা, ঝুকিপূর্ণ স্থাপণা সহ বিভিন্ন খাল অবৈধ দখল মুক্তকরণ এবং নগরীর গুরুত্বপূর্ণ খাল সমূহ পুণঃখনন	১,৫০০,০০০	-	-	-
(জ)	**পাণি সরবরাহ বিভাগের ব্যয়ঃ-**	**৩,০৫০,০০০**	**২,৬৯৪,৯২৮**	**২,৬৯৪,৯২৮**	**১,৯৭১,৭৫২**
০১	পানির লাইনের লিক মেরামত ও রক্ষাণাবেক্ষণ	৩,০০০,০০০	২,৬৯৪,৯২৮	২,৬৯৪,৯২৮	১,৯৭১,৭৫২
০২	গ্রীজ,প্যাকিং ক্রয়	৫০,০০০	-	-	-
(ঝ)	**বিদ্যুৎ বিভাগের ব্যয়ঃ-**	**১০৩,০০০,০০০**	**১৭,৬৩১,৯৩০**	**১১,৩৯১,৯৬১**	**২,২১৬,১১৬**
০১	বৈদ্যুতিক মালামাল মেরামত ও রক্ষানাবেক্ষণ (তার, ক্যাবল, বৈদ্যুতিক বাল্ব)	৩,০০০,০০০	-	-	১৮৪,৫৩৮
০২	ওজোপাডিকোর বিদ্যুৎ বিল	১০০,০০০,০০০	১৭,৬৩১,৯৩০	১১,৩৯১,৯৬১	২,০৩১,৫৭৮
(ঞ)	**পরিবহন ও জ্বালানীখাতে ব্যয়**	**২৯,৮৫০,০০০**	**২২,৬৪৭,৬৫৫**	**১৬,১৮০,১১১**	**১৫,০১৩,৮১২**
০১	যান্ত্রিক যানবাহন ও গাড়ি মেরামত, টায়ার ও ব্যাটারী বাবদ ব্যায়	৯,৫০০,০০০	৩,৩৪৫,৬৫৫	৩,০৫০,৪২২	৩,৪৭১,৭৯২
০২	যানবাহনের জ্বালানী বাবদ ব্যয়	২০,০০০,০০০	১৯,০০২,০০০	১২,৯০৪,৬৮৯	১১,১৬৭,০২০
০৩	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার গাড়ীর রক্ষাণাবেক্ষণ	৩৫০,০০০	৩০০,০০০	২২৫,০০০	৩৭৫,০০০

বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রঃ নং	খাতসমূহ	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩	প্রকৃত ব্যয় (জুলাই/২২ হইতে মার্চ/২৩)	প্রকৃত ২০২১-২০২২
(ট)	**শিক্ষা, সংস্কৃতি,খেলাধুলা,তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে ব্যয়**	**৬,৮০০,০০০**	**৩,৮৮৫,৩৭০**	**৩,৫৫৮,০৮৩**	**১,২৪০,২২৫**
০১	ডাক , তার ও দুরালাপনীন ফ্যাক্স , ইন্টারনেট সংযোগ	২০০,০০০	৯৭,৭৯১	৫৯,৩৯৩	৫৪,২৮০
০২	কম্পিউটারের খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় ও ব্যবস্থাপণা	২,০০০,০০০	১,৪৮৪,৩৬৭	১,১৯৫,৫৩৮	৯৭,৯৩৪
০৩	ফটোস্ট্যাট মেশিন ,এসি , টেলিভিশন ক্রয় , মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১,৫০০,০০০	২৭,৫৮৭	২৭,৫৪৭	২১৬,২৪০
০৪	ইন্টারকম ডিভাইস ক্রয় ও ব্যবস্থাপণা	১০০,০০০	-	-	৩০,০০০
০৫	সি.সি ক্যামেরা ,ডি.এস.এল.আর ক্যামেরা ও ড্রোন ক্রয়	৫০০,০০০	৮৫,৩৩৪	৮৫,৩১৪	১৮৯,৭০২
০৬	ক্রীড়া সাংস্কৃতিক	২,৫০০,০০০	২,১৯০,২৯১	২,১৯০,২৯১	৬৫২,০৬৯
(ঠ)	**বিবিধ**	**৩৩,৯৩১,০২০**	**২,৩৩৪,৮৩০**	**১,৩৩৯,৭৭১**	**৫,২১৮,৮৩৯**
০১	জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম শতবার্ষিকী ও মৃত্যু বার্ষিকী	২,০০০,০০০	৯৩১,৬৬৫	৭৩,০০৭	১,৬৬৩,৮৫৬
০২	স্বাধীনতা দিবস,বিজয় দিবস,বরিশালমুক্ত দিবস সহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন ও পালন	৪,৫০০,০০০	৮৪৪,৯৪৬	৭৭৬,১২৩	২,৯৫১,৬৫৫
০৪	সরকারের নির্দেশে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে সহায়তা	২,০০০,০০০	-	-	-
০৫	বি এম ডি এফ লোন পরিশোধ বাবদ	১৭,২৮১,০২০	-	-	-
০৬	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের আয়তন বৃদ্ধি ও স্মার্ট নগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাস্টার প্লাণ সংশোধন জিআইএস ম্যাপিং ও থ্রি-ডি এ্যানিমেশন ভিডিও প্রস্তুত।	১,০০০,০০০	১৯২,৫১৬	১৯২,৫১৬	-
০৭	বিভাগীয় ইস্তেমা	১৫০,০০০	-	-	-
১০	বিভিন্ন কাজের জন্য অগ্রীম ও সমন্বয়	১,৫০০,০০০	-	-	-
১১	গৃহ নির্মাণ/সাইকেল ও মটর সাইকেল ঋণ	১,০০০,০০০	-	-	-
১২	ব্যাংক চার্জ/কমিশন	৫০০,০০০	৩৪৫,০০০	২৯৮,১২৫	২৫৩,৩৫৭
১৩	অন্যান্য ব্যয়	৪,০০০,০০০	২০,৭০৩	-	৩৪৯,৯৭১
	সর্বমোট রাজস্ব ব্যয় :-	**৮৪২,৮৩৭,৮২০**	**৫২০,৭৩৪,৪৬৩**	**৩৬১,৬৩২,১৭০**	**৪৬৩,১৩২,৮১৪**

খাতভিত্তিক উন্নয়ণ ব্যয়ের সারাংশ

ক্রঃ নং	খাত	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২৩-২০২৪			সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩			প্রকৃত ব্যয় (জুলাই-২০২২- মার্চ-২০২৩)			প্রকৃত ব্যয় ২০২১-২০২২
		নিজস্ব অর্থায়নে	সরকারি অনুদানে	সরকারি/বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ঠ প্রকল্প	নিজস্ব অর্থায়নে	সরকারি অনুদানে	সরকারি/বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ঠ প্রকল্প	নিজস্ব অর্থায়নে	সরকারি অনুদানে	সরকারি/বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ঠ প্রকল্প	
০১	রাস্তা,ড্রেন ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ,পুনঃনির্মাণ , রক্ষণাবেক্ষণ	৩৭৫,৫০০,০০০	১১০,০০০,০০০	১৩৯,০৩৯,৭০৮	৪০০,০০০,০০০	৬৯,২৭১,২০৮	৬১,১৭৭,৪৭১	৩৭৪,৯৭৯,১০৬	১৯,২৭১,২০৮		৪৩৪,০৬৮,৩৭১
০২	ব্রীজ কালভার্ট ও ফুট ওভারব্রীজ	৪০,০০০,০০০		১০,৩০৫,১০৮	১২৫,০০০		১৮,০৩৬	৮২,৯৯৫			৩৭,৬৮৫,৪৬৫
০৩	বর্জ্য ব্যবস্থাপণা	-	৩১,১০০,০০০	৬৭৬,৪৬৭,০০৬			১৫,৮৪৭				-
০৪	পরিবেশ উন্নয়ণ ও অন্যান্য	-	-	৮৯২,৯১৯,৫৮২			২৮৬,৮২৪,৯২৫			২৩৭,৩৬৯,১৪০	৯১,৬৮৪,৪৪২
০৫	শহর রক্ষাবাঁধ			১০,০০০,০০০							-
০৬	হাট-বাজার উন্নয়ণ/মার্কেট নির্মাণ (কাঁচা বাজারসহ) সংস্কার	১১০,৭৯৯,৪০০	৩৩,০০০,০০০	৩৯,০০০,০০০	২,৩০০,০০০			১,৮৯২,৩৬২			৩,০৮১,৭১৮
০৭	পার্ক, উদ্যান সংস্কার ও সৌন্দর্যবর্ধন কাজ	৫২,৫০০,০০০	১৮,৩২৯,৬৬২	১০,১৯০,৫৯৪	৫৮,৫৬০,০০০		৯,৬৪৪	৪,০৪৬,৩২৬			১৩,৫২২,০৭৪
০৮	নগর ভবন/এ্যানেক্স ভবন ও অন্যান্য ভবন মেরামত,সংস্কার ও আধুনিকায়ন	৪,০০০,০০০	১১,০০০,০০০	৫০,০০০,০০০	১,৮০০,০০০			১৫৯,৩৭৩			৬,৭৫৮,৭৫৯
০৯	সিটি কর্পোরেশনের অর্থায়ণে মসজিদ, ঈদগাঁহ, মন্দির, গির্জা,কবরস্থান ও শ্মশান উন্নয়ণ	৮,৩২৩,৫৬৫	৬,০০০,০০০	১০,০০০,০০০	৭,৫৫০,০০০	৪১৭,৩১৭		৬,৫৯৩,৮৪৭	১১৭,৩১৭		৫,৯৭২,৯৬৫
১০	খাল সংরক্ষণ	৩,১৭৭,০৩৫	-	২৫০,০০০,০০০							৮,৮৮২,৯৬৭
১১	পুকুর সংরক্ষণ	১৭,৫০০,০০০	১০,০০০,০০০								-
১২	স্কুল উন্নয়ন				১০,৮০০,০০০			৫,৬২৪,১৮৬			৩,৬৯৪,৩৮২
১৩	বাস/ট্রাক টার্মিনাল,সুপার মার্কেট,টাউন হল মেরামত ও সংরক্ষণ	-	২০,৫০০,০০০	২০০,০০০,০০০	৩০,০০০,০০০			-	৩,৯৯৭,৬০০		৩,৫৫৭,৯৩৫
১৪	বরিশাল নগরীর কলোনীসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ণসহ জীবনমান উন্নয়ণ কার্যক্রম৷	-	৬,৯৭০,৩৩৮	৬৩৪,৫১০	-		৪,১৫০				৫৫,৯৩৭,৫৪৯
১৫	জরিপ কাজ ও ডিজাইন				-						-
১৬	টচার সেল ও বদ্ধ্যভূমি উন্নয়ন	১,০০০,০০০	-		৫০,০০০			-			৬২৯,৭৬৬
১৭	বঙ্গবন্ধু অডিটোরিয়ামের বাকি অংশ নির্মাণ	-	৩০,০০০,০০০		-						-
১৮	আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প- ২য় পর্যায়			৪১,৯২০,২৮৮	-		২০,২৯০,৫১৪			১৭,০৮৩,০৭৪	২৭,৬৮২,৭৩৮
(খ)	**আই.সি.টি. খাত**				-						-
০১	সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও ব্যবস্থাপণা	২,৫০০,০০০	৫,০০০,০০০	-							-
০২	আধুনিক ওয়েবসাইট, ডাটাবেইজ ও ডিজিটাল সাইনিং সিস্টেম	২,৫০০,০০০	৫,০০০,০০০	-							-
০৩	সার্ভার ব্যবস্থাপণা	৪০০,০০০	৩,৫০০,০০০	-							-
০৪	অটোমেশন কার্যক্রম	২,৫০০,০০০	৩,০০০,০০০	-							-

খাতভিত্তিক উন্নয়ণ ব্যয়ের সারাংশ

ক্রঃ নং	খাত	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২৩-২০২৪			সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩			প্রকৃত ব্যয় (জুলাই-২০২২- মার্চ-২০২৩)			প্রকৃত ব্যয় ২০২১-২০২২
		নিজস্ব অর্থায়নে	সরকারি অনুদানে	সরকারি/বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ঠ প্রকল্প	নিজস্ব অর্থায়নে	সরকারি অনুদানে	সরকারি/বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ঠ প্রকল্প	নিজস্ব অর্থায়নে	সরকারি অনুদানে	সরকারি/বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ঠ প্রকল্প	
(গ)	**পাণি সরবরাহ বিভাগ**										-
০১	পানির লাইনের লিক মেরামত ও রক্ষাণাবেক্ষণ	১,০০০,০০০	১,৫০০,০০০	-	-						৪৪৫,২৭৬
০২	গভীর নলকূপ স্থাপণ হাউজিংসহ	১৩,৫০০,০০০	১৯,৫০০,০০০	১০,০০০,০০০	৬,৩২৮,৯৬৪			৬,৩২৮,৯২৯			১২,১২৫,২৮১
০৩	নতুন পানির পাইপ লাইন স্থাপণ কাজ	৬,০০০,০০০	১৪,০০০,০০০	১০০,০০০,০০০	৪,৫২১,৭৯১	১,৫০০,০০০		৪,১৩২,৬৫২	৩০,৩৮৭		৮,২৭৭,১০২
০৪	সাবমারসিবল পাম্প ক্রয় বাবদ	৫,০০০,০০০	২,৭০০,০০০		৯৩৫,৪৯৭	১০,০০০,০০০		৯৩৫,৪৯৭	৭,১১৬,৯৭৫		৩,০১৭,৬১৪
০৫	উৎপাদক নলকূপ স্থাপণ কাজ	১০,০০০,০০০	৮,৯০০,০০০	১০,০০০,০০০							১,৩১৭,৪০৮
	বিদ্যুৎ বিভাগ										-
০১	বৈদ্যুতিক মালামাল (তার, ক্যাবল, বৈদ্যুতিক বাল্ব)	৩,৫০০,০০০	২,০০০,০০০								২১১,৭৪৭
০২	বিভিন্ন ওয়ার্ডে এল.ই.ডি. লাইট সেড স্থাপণ কাজ	১০,০০০,০০০	২০,০০০,০০০	১০,০০০,০০০							৫১৬,৭৪৮
০৩	বিভিন্ন ভবন ও বিভিন্ন জায়গায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন	৫০০,০০০	৩,০০০,০০০								৪৩৬,৮৪৫
	সর্বমোটঃ	**৬৭০,২০০,০০০**	**৩৬৫,০০০,০০০**	**২,৪৬০,৪৭৬,৭৯৬**	**৫২২,৯৭১,২৫২**	**৮১,১৮৮,৫২৫**	**৩৬৮,৩৪০,৫৮৭**	**৪০৪,৭৭৫,২৭৩**	**৩০,৫৩৩,৪৮৭**	**২৫৪,৪৫২,২১৪**	**৭১৯,৫০৭,১৫২**

ক্রঃ নং	প্রস্তাবিত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসমূহ বিবরণ	প্রস্তাবিত বাজেট	
		নিজস্ব অর্থায়নে	সরকারি অনুদানে (থোক ও বিশেষ থোক)
০১	রাস্তা, ড্রেন, ব্রীজ কালভার্ট, পুকুর ও খাল সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন স্থানে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও সংরক্ষণ	৩৫০,০০০,০০০	১১০,০০০,০০০
০২	পার্ক নির্মাণ	৪০,০০০,০০০	-
০৩	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দুইটি সেবক কলোনীর বাউন্ডারী ওয়াল, মন্দির, সিসি রাস্তা নির্মান কাজ	-	৬,৯৭০,৩৩৮
০৪	বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর সড়কস্থ (সদর রোড) ৭ তলা সুপার মার্কেট নির্মান কাজ.	১০৬,৩০০,০০০	-
০৫	ঢাকাস্থ বিসিসির লিঁয়াজো অফিসের ফ্লাট ক্রয়ের পাওনা ও রেজিস্টেশন	৪,০০০,০০০	-
০৬	টিবির পুকুরের সৌন্দর্য বর্ধন কাজের অবশিষ্ট অংশ নির্মাণ	-	১০,০০০,০০০
০৭	গড়িয়ার পাড় কাউন্সিলর অফিসের সামনে পুকুরের উন্নয়ন	১০,০০০,০০০	
০৮	নতুন বাজার পার্ক	১০,০০০,০০০	
০৯	জিলা স্কুলের মোড়ে মনুমেন্ট	৫০০,০০০	
১০	গড়িয়ার পাড় ও রুপাতলীতে ০২ টি সিটি গেট নির্মান	২০,০০০,০০০	
১১	খান বাড়ী মসজিদ এর অবশিষ্ট অংশের নির্মান কাজ	৫০০,০০০	-
১২	ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ড্রেনের টপ স্লাব নির্মান কাজ	৫,০০০,০০০	-
১৩	নতুন বাজার মার্কেট পূনঃনির্মান কাজ	২,৭৮০,৯১৮	-
১৪	রুপাতলী মসজিদ এর নীচতলা ও ২য় তলার নির্মান কাজ	৭,৮২৩,৫৬৫	-
১৫	হাতেম আলী চৌমাথায় জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে খালের স্ল্লাজ অপসারণসহ এম এ জলিল সড়কের পার্শ্বে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ	৩,১৭৭,০৩৫	-
১৬	ফুট ওভারব্রীজ	৪০,০০০,০০০	
১৭	কুকুর সেড নির্মাণ	৫০০,০০০	-
১৮	বিসিসির মালিকানাধীন বিভিন্ন ভবন নির্মাণ ও সংস্কার	-	১০,০০০,০০০
১৯	বিসিসির বিভিন্ন পার্ক সংস্কার কাজ	২,০০০,০০০	-
২০	প্রতিটি ওয়ার্ড ভিত্তিক একটি শিশুপার্ক ও কালচারাল সেন্টার নির্মাণ	-	১০,০০০,০০০
২১	রাখাল বাবু পুকুরের সৌন্দর্য বর্ধন কাজ	২,৫০০,০০০	-
২২	একুশে পদক প্রাপ্ত নিখিল সেনের বাসভবনের পুকুরের চারদিকে ওয়ার্কওয়ে,ঘাটলা ও সৌন্দর্য বর্ধন কাজ	৫,০০০,০০০	-
২৩	আমানতগঞ্জ আধুনিক ওয়ার্কসপ ও গ্যারেজ নির্মাণ	-	১০,০০০,০০০
২৪	এ্যানেক্স ভবনরে আধুনিকায়ণ কাজ	-	১,০০০,০০০
২৫	নতুন বাজার তরকারী মার্কেটের ৩য় ও ৪র্থ তলা নির্মাণ	-	২,০০০,০০০
২৬	বঙ্গবন্ধু অডিটরিয়ামের বাকী অংশ নির্মাণ	-	৩০,০০০,০০০
২৭	সাগরদী বাজারের দক্ষিনপার্শ্বে রাস্তা সংলগ্ন দ্বিতল মার্কেটের অবশিষ্ঠাংশ নির্মাণ	১,৭১৮,৪৮২	-
২৮	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মসজিদ,কবরস্থান,শ্মশান ও পার্ক উন্নয়ন	-	৫,০০০,০০০
২৯	জেলখাল সহ বিভিন্ন খাল ও ড্রেন সমূহের ময়লা আর্বজনা অপসারণ	-	৫,০০০,০০০
৩০	কশাইখানা তিনতলা লৌহ মার্কেট নির্মান কাজ	-	১০,০০০,০০০
৩১	শহর সৌন্দর্য বর্ধন এবং ওয়াক ওয়ে নির্মান কাজ	-	৫,০০০,০০০

৩২	ঈদগাঁহ সংস্কার ও উন্নয়ন	-	১,০০০,০০০
৩৩	সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কোয়ার্টার নির্মাণ	-	৫,০০০,০০০
৩৪	বাংলা বাজার শহীদ আলমগীর মার্কেট নির্মাণ (অবশিষ্টাংশ)	-	১,০০০,০০০
৩৫	আমানতগঞ্জ বহুতল সিটি কমিউনিটি মার্কেট নির্মাণ	-	৫,০০০,০০০
৩৬	আমতলার মোড়ে এক্সিথিয়েটার নির্মাণকাজ।(অবশিষ্টাংশ)	-	৫০০,০০০
৩৭	জিলা স্কুলের মোড়ে স্থাপিত প্রদর্শণী বিমান চত্বর সৌন্দর্য বর্ধন ও সংরক্ষণ কাজ	-	৫০,০০০
৩৮	শুক্কুর গফুর পার্ক বর্ধিত করন	-	৩,০০০,০০০
৩৯	স্বাধীনতা পার্কের (আমতলা লেকে) সৌন্দর্য বর্ধনের অবশিষ্টাংশ	-	২৭৯,৬৬২
৪০	রুপাতলী বহুতলা আধুনিক মার্কেট নির্মাণ প্রকল্প	-	৫,০০০,০০০
৪১	কাউনিয়া হাউজিং এ আধুনিক মার্কেট নির্মান	-	৫,০০০,০০০
৪২	সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ চৌমাথায় আধুনিক মার্কেট নির্মাণ	-	৫,০০০,০০০
৪৩	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত টর্চারসেল সংস্কার ও উন্নয়ন	১,০০০,০০০	-
৪৪	বর্জ্য ব্যবস্থাপণা খাতে ব্যয়	-	৩১,১০০,০০০
৪৫	আই.সি.টি. খাতে ব্যয়	৭,৯০০,০০০	১৬,৫০০,০০০
৪৬	পাণি সরবরাহ বিভাগের ব্যয়	৩৫,৫০০,০০০	৪৬,৬০০,০০০
৪৭	বিদ্যুৎ বিভাগের ব্যয়	১৪,০০০,০০০	২৫,০০০,০০০
	মোটঃ-	৬৭০,২০০,০০০	৩৬৫,০০০,০০০
	উপমোটঃ-		**১,০৩৫,২০০,০০০**
	সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প-"পরিশিষ্ট-ক"		**২,৪৬০,৪৭৬,৭৯৬**
	সর্বমোটঃ-		**৩,৪৯৫,৬৭৬,৭৯৬**

"পরিশিষ্ট-ক"

সরকারি/বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের বিবরণ

ক্রঃ নং	খাত	প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয় ২০২৩-২০২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩		প্রকৃত (২০২১- ২০২২)	
			ব্যয়	আয়	ব্যয়	আয়
	এডিপির অর্থায়নে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহঃ					
০১	বরিশাল শহরের জলবায়ূ পরিবর্তন অভিযোজিত এডিপির আওতায় জিওবি-২৫.৫৫% এবং কে. এফ. ডব্লিউ. এর ৭৪.৪৫% অর্থায়নে নগর উন্নয়ণ প্রোগ্রাম-প্রথম পর্যায় প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ-১৩০,১৯,০০,০০০/-	৮৮৯,৯৬৭,৩৬৯	২৮৬,৮০০,০০০	২৫০,৮০০,০০০	৯১,৬৭৭,৯৯৬	৩৪৬,০০০,০০০
০২	স্থানীয় সরকার কোভিড-১৯ রেসপন্স এ্যান্ড রিকভারি প্রকল্প (এলজিসিআরআরপি)	১৩৯,০৩৯,৭০৮	৬১,১৭৭,৪৭১	৬১,১৭৭,৪৭১	-	-
০৩	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিভিন্ন রাস্তা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা নিরসন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপণা উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭ ই ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে একনেক সভার আলোকে পুনর্বিন্যাসকৃত ডিপিপি ০৫ ই ফেব্রুয়ারী ২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত মোট প্রকল্প ব্যয়ঃ-৬৮৩,০০,০০,০০০/-	৬০০,০০০,০০০	-	-	-	-
০৪	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন খালপাড়সমূহের পাড় সংরক্ষণসহ পুনঃউদ্ধার ও পুনঃখনন প্রকল্প। (২০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে পুনঃগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত মোট প্রকল্প ব্যয়ঃ ২৬১৫,৮৩,০০,০০০/-	২৫০,০০০,০০০	-	-	-	-
০৫	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বেলতলা ও রুপাতলী সারফেজ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট দুইটি ব্যবহার উপযোগীকরণ সহ ওভার হেড ট্যাংক ও পানি সরবরাহ পাইপ লাইন স্থাপণ প্রকল্প। (০২ফেব্রুয়ারী ২০২০ মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত মোট প্রকল্প ব্যয়ঃ ৩৯৬০,০০,০০০/-)	৫০,০০০,০০০	-	-	-	-

ক্রঃ নং	খাত	প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয় ২০২৩-২০২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩		প্রকৃত (২০২১- ২০২২)	
			ব্যয়	আয়	ব্যয়	আয়
০৬	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন লামচরি অঞ্চল (মৌজাঃ চরআইচা)-এ আবর্জনা/সলিড বর্জ্য নিস্পত্তি গ্রাউন্ডের সরঞ্জাম এবং উন্নতি। (০৫ ফেব্রুয়ারী ২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত মোট প্রকল্প ব্যয়ঃ ২৪,৬৭,১৪,০০০/-)	২৬,৪৬৭,০০৬	১৫,৮৪৭	৭৯২,৫৫০	৭৩,৫৫৬	৩৮৬,৫৪০
০৭	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন বিভিন্ন রাস্তায় স্মার্ট কন্ট্রোল বেসড এল.ই.ডি সড়ক বাতি স্থাপণ প্রকল্প। (১৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত মোট প্রকল্প ব্যয়ঃ ২৭,৬৬,৯৯,৬,০০০/-)	১০,০০০,০০০	-	-	-	-
০৮	বিসিসির মালিকানাধীন তিনটি মার্কেটের উন্নয়ন কাজ।	৩৯,০০০,০০০	-	-	-	-
০৯	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শহীদ আঃ রব সেরনিয়াবাদ বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প। (প্রকল্প ব্যয়ঃ ২০০,০০,০০,০০০/-)	২০০,০০০,০০০	-	-	-	-
১০	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নতুন নগর ভবন নির্মাণ। (প্রকল্প ব্যয়ঃ ৫০,০০,০০,০০০/-)	৫০,০০০,০০০	-	-	-	-
১১	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বর্ধিত এলাকায় সুপেয় পাণি সরবরাহ প্রকল্প। (প্রকল্প ব্যয়ঃ ৫০,০০,০০,০০০/-)	৫০,০০০,০০০	-	-	-	-
১২	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বর্ধিত এলাকায় নতুন উৎপাদক গভীর নলকূপ স্থাপণ। (প্রকল্প ব্যয়ঃ ২৫,০০,০০,০০০/-)	১০,০০০,০০০	-	-	-	-
১৩	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপণা প্রকল্প। (প্রকল্প ব্যয়ঃ ৩০০,০০,০০,০০০/-)	৫০,০০০,০০০	-	-	-	-
১৪	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে ফুট ওভারব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (প্রকল্প ব্যয়ঃ ২০,০০,০০,০০০/-)	১০,০০০,০০০	-	-	-	-
১৫	বরিশাল মহানগরীতে নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ০৪টি ভাসমান পাণি শোধনাগার ও ০৫টি ওভার হেড ট্যাংক নির্মাণ প্রকল্প। (প্রকল্প ব্যয়ঃ ১০০,০০,০০,০০০/-)	১০,০০০,০০০	-	-	-	-
১৬	বরিশাল মহানগরীর শহর রক্ষাবাঁধ কাম রিং রোড নির্মাণ প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)। (প্রকল্প ব্যয়ঃ ৫০০,০০,০০,০০০/-)	১০,০০০,০০০	-	-	-	-
১৭	নগরবাসীর জন্য চিত্তবিনোদন ব্যবস্থা ও সবুজায়ন শীর্ষক প্রকল্প। (প্রকল্প ব্যয়ঃ ৫০,০০,০০,০০০/-)	১০,০০০,০০০	-	-	-	-
১৮	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভূমি অধিগ্রহনসহ তিনটি অঞ্চলে তিনটি নতুন কবরস্থান,একটি শ্মশান ও একটি খ্রীস্টান সমাধি নির্মাণ। (প্রকল্প ব্যয়ঃ ৫০,০০,০০,০০০/-)	১০,০০০,০০০	-	-	-	-
১৯	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (বদলী ব্যয়)	৬৫,৩৭৪	৪,৫৫৮	১,৩৫৯	২,১০৫,৭৫৯	২১,৮৩৯
২০	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের এলাকায় সেবক কলোনী নির্মাণ (বদলী ব্যয়)	৬৩৪,৫১০	৪,১৫০	৪০,৯৫৫	৫৪,২০৮,১৮২	১,১৮৯,৬০১
২১	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলার জন্য বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প	২,৯৫২,২১৩	২৪,৯২৫	৭৩,০৮৫	৬,৪৪৬	১৯,১৪৬
২২	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন স্থানে সড়ক উন্নয়ণ ও প্রশস্তকরণসহ ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (বদলী ব্যয়)	৩০৫,১০৮	১৮,০৩৬	৬,২৮৪	৩৫,৯৫৬,৪৬৪	৪০৮,৮৮৭
২৩	শহীদ সুকান্তবাবু শিশু পার্ক (বদলী ব্যয়)	১২৫,২২০	৫,০৮৬	১,৫৮৮	৯,৫১২,৭৫৭	৫৯,৬৭৮
২৪	আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প- ২য় পর্যায়	৪১,৯২০,২৮৮	২০,২৯০,৫১৪	২০,২৯০,৫১৪	২৭,৬৮২,৭৩৮	২৭,৬৮২,৭৩৮
	সর্বমোটঃ	**২,৪৬০,৪৭৬,৭৯৬**	**৩৬৮,৩৪০,৫৮৭**	**৩৩৩,১৮৩,৮০৬**	**২২১,২২৩,৮৯৮**	**৩৭৫,৭৬৮,৪২৯**

S.S. Abdullah

(সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ্)
মেয়র
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।

-সমাপ্ত-

আমরাই গড়বো আগামীর বরিশাল

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

BARISHAL CITY CORPORATION

www.barishalcity.gov.bd